CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 October, 2020 ■ আগরতলা, ৯ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১১ দফা দাবি আদায়ে সিআইটিইউর মিছিল সামাল দিতে জলকামান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সরকারের উপর চাপ বাড়াতে বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে সিপিএম লাগাতার আন্দোলন জারি রেখেছে। আজ বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের মিছিলকে ঘিরে পুলিশ প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করেছে। সিপিআইএম সমর্থিত সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিআইটিইউ) আজ ১১ দফা দাবি আদায়ের ওই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে।

সকাল ১১টার দিকে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে মিছিলটি জড়ো হয়েছিল। ওই মিছিল শ্রম কমিশনের কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পর প্রথমে প্যারাডাইস চৌমুহনিতে এবং পরে পোস্টঅফিস চৌমুহনিতে মোতায়িত নিরাপত্তা বাহিনী তাঁদের চলাচলে বাধা দেয়। এক সময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সেখানে জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ।

এ-বিষয়ে সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার বিরোধী দলের আন্দোলন এবং রাজ্য জুড়ে সমাবেশ ও তৎপরতা চালানো থেকে বিরত রাখতে সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করেছিল। কিন্তু, এমনটা অব্যাহত থাকতে পারে না এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গৃহীত নীতিমালার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান হবেই। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কৃষক ও শ্রমিকরা সারা দেশে একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে যা এনডিএ সরকারের পতন নিশ্চিত করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন ১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত।

প্রাক্তন সাংসদ ও প্রবীণ সিপিআইএম নেতা শঙ্করপ্রসাদ দত্ত বলেন, ছয় মাসের জন্য মাসে ৭,৫০০ টাকা এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে মাথাপিছু ১০ কেজি রেশন সরবরাহের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক জায়গায় ৩ ছিনতাইকারী ৩ চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ৮ অক্টোবর।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার লক্ষীলুঙ্গা চা-বাগানে সোনার চেইন এবং মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন ছিনতাইকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।উল্লেখ্য গত ২৭ সেপ্টেম্বর লক্ষীলুঙ্গা চা বাগান এলাকায় বাইকে করে এসে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ছিনতাইকারীরা।

এ ব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত গ্রামের তিন জনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই চক্রের আরো বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে পুলিশ আশঙ্কা করেছে।আটক তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ ঘটনায় আরো যারা জড়িত রয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এদিকে তিন ছিনতাইকারী কে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়।

রাজধানী আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ রাজনগর এলাকা থেকে দুই অখ্যাত চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটক দুই অক্ষরের নাম শংকর সরকার এবং বিমল দাস।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজনগর এলাকা থেকে পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামপ্রসাদ ও সুদীপের পর দিল্লী অভিমুখে আশিষ, দীবা ও সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের পর দিল্লী যাচ্ছেন বিধায়ক আশিষ সাহা, দীবাচন্দ্র রাঙ্খল ও সুশান্ত চৌধুরী। আগামীকাল ওই তিন বিধায়ক দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে সলতে পাকানোর কাজে ওই তিন বিধায়কও যুক্ত হচ্ছেন। এখানেই তালিকা সমাপ্ত হচ্ছে না। আগামী দুই দিনে বিজেপির শীর্ষস্তরের বঞ্চিত নেতৃত্ব ও বিধায়ক মিলে অন্তত ষোল জন দিল্লীতে ঘাঁটি বানাবেন। ইতিমধ্যে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাতের সমস্ত ব্যবস্থা করছেন। সূত্রের দাবি, অন্তত ষোলজন বিধায়ক ও প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জে পি নাড্ডার দরবারে নিজেদের বক্তব্য রাখবেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনুমানের ভিত্তিতে সম্প্রতি বিভিন্ন নেতা ও বিধায়করা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। এরই মাঝে ষোলজন বিধায়কের সাক্ষরিত নালিশ সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতির কাছে পাঠানোর বিষয়কে ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। তবে, ভিত নাড়িয়ে দেওয়া আদৌ কতটা সম্ভব হবে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না। বিদ্রোহীরা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করছেন। অবশ্যই এর পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কিন্তু, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এক্ষেত্রে বিষয়টিকে কতটা প্রশ্রয় দেবেন তাও অনুমান করা যাচ্ছে না।

সম্ভবত আগামী রবিবার জে পি নাড্ডার সাথে প্রদেশ বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সূচি এখনও চূড়ান্ত না হলেও পরিস্থিতি অনেকটাই সেদিকে এগুচ্ছে। তবে, ওই বৈঠকে বিদ্রোহীরা ইতিবাচক সাড়া না পেলে পরিণতি কি দাঁড়াবে রাজনৈতিক মহল তার অনেকটাই আঁচ করতে পারছে।

করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অন্য রোগে আক্রান্ত কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীদের শারীরিক অবস্থা সঠিক খোঁজ রাখার জন্যই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্তিম মুহূর্তে অনেকের জিবি হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাই এই বিষয়টি এড়ানোর চেষ্টা চলছে। আজ বৃহস্পতিবার এ-কথা জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। তাঁর দাবি, করোনা আক্রান্তের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা যাতে কমে না যায় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সারা ত্রিপুরায় পশ্চিম জেলায় সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন। এই জেলায় এখন পর্যন্ত ৯,৯৪০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮,৪৩৬ জন সুস্থ হয়েছেন। মৃতের সংখ্যায়ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এই জেলায় সর্বাধিক ১৬২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জানিয়েছেন, সম্প্রতি এই জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.)।। দেশবাসীকে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, করোনার বিরুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে করোনা যোদ্ধাদের জন্য। ভাইরাস থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে সংগ্রামের এই ধারা চলতে থাকবে।

ভারতে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে জনগণ কেন্দ্রিক।দেশবাসীর সম্মিলিত অবদানের জন্যই বহু জীবনকে রক্ষা করা গিয়েছে। এদিকে টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে মাস্ক পরা, ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব তথা দুই গজের দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান করেছেন। দেশবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় যে সম্ভব সেটাই এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকে তরফ থেকে টুইট বার্তায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আগের তুলনায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা বেড়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় রেল, প্রথম ঘোষণা রামবিলাস পাসোয়ানের, তাঁর প্রয়াণে শোক বিরোধী উপনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা-কে রেল মানচিত্রে যুক্ত করার প্রথম ঘোষণা দিয়েছিলেন রামবিলাস পাসোয়ান। ১৯৯৬ সালে দেবগৌড়া সরকারের প্রথম রেল বাজেটে তিনি কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল যোগাযোগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আজ তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন একাদশ লোকসভার সাংসদ তথা বর্তমান বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। তিনি বলেন, রামবিলাস পাসোয়ান ত্রিপুরা প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।

দিন কয়েক আগে হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান-র। আজ রাত পৌনে নয়টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর ছেলে চিরাগ পাসোয়ান বাবার মৃত্যুর খবর টুইট করে জানিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুর খবরে রাজনৈতিক মহলে গভীর শোকের আবহ দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরার সাথেও তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল। এই খবর শুনে বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী বলেন, রামবিলাস পাসোয়ান ত্রিপুরার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। কারণ, ত্রিপুরার উন্নয়নে রেলের ঘোষণা প্রথম তিনিই দিয়েছিলেন।

বাদলবাবুর কথায়, ১৯৯৬ সালে এইচ ডি দেবেগৌড়া সরকারে রেল মন্ত্রী ছিলেন রামবিলাস পাসোয়ান। তিনি প্রথম রেল বাজেটে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেলের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সাংসদ হিসেবে আমিও বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। সে-দিন বাজেট ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। সেই স্মৃতি আজও চোখে জ্বলজ্বল করছে, আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, রামবিলাস পাসোয়ানের কাছে ত্রিপুরা চির ঋণী হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

আইনজীবির বাড়িতে পুলিশি হানা, ক্ষুব্ধ সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আইনজীবির বাসভবনে পুলিশের হানা দেওয়ার ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়ন। ওই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আইনি পথে হাঁটবে সংগঠন। শুধু তা-ই নয়, ওই ঘটনায় চরম খেসারত দিতে হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে আইনজীবী ভাস্কর দেবের বাসভবনে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ হানা দিয়েছে। মামলা নম্বর ১০৪/২০২০ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওই হানা দেওয়া হয়েছে পুলিশ দাবি করেছে। এ-বিষয়ে ভাস্করবাবু বলেন, পুলিশ সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই আমার বাড়িতে হানা দিতে এসেছিল। অনেকটা বলপূর্বক আমার বাড়িতে সার্চ অপারেশন চালিয়েছে তারা। তবে কিছুই উদ্ধার হয়নি। তিনি বলেন, সার্চ মেমোতে পুলিশ স্পষ্ট লিখেছে, ভাস্কর দেবের এডিবি-র বাড়ি থেকে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি। সমস্ত কার্যপ্রণালী সঠিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ভাস্কর দেব বলেন, ওই মামলা তিনি লড়ছেন। তাই, পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছে। তবে বামপন্থী মানসিকতার হওয়ায় আজ পুলিশ তাঁর বাসভবনে হানা দিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, সারা ত্রিপুরায় অরাজক পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। মামলার স্বার্থে মক্কেল আইনজীবিদের বাড়িতে যাতায়াত করেন। তাতে আজ অবধি কখনও পুলিশ আইনজীবির বাড়িতে হানা দেয়নি। কিন্তু আজ সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে পুলিশ।

তাঁর সাফ কথা, ওই ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আইনি পথে যাব আমরা। শুধু তা-ই নয়, রাস্তায় আন্দোলনে নামবেন আইনজীবিরা, হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

বিশ্রামগঞ্জে জাতীয় সড়কে চার গাড়ির সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ অক্টোবর।। ভয়ঙ্কর যান সন্ত্রাসে মানুষ ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ত্রিপুরার আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন দেওয়ানবাজার এলাকায় চারটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয় জন আহত হয়েছেন। তাতে দুটি মারুতি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। দুই মারুতি গাড়ির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার সকালে ট্রিপার এবং মালবাহী বলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুটি মারুতি গাড়ি ট্রিপার গাড়ির সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মালবাহী বলেরো গাড়িটি জাতীয় সড়কের বাইরে উল্টে যায়। এদিকে, মারুতি গাড়ির ড্রাইভার দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দুই মারুতি গাড়ির যাত্রীরাও মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। আহতরা হলেন যতীন্দ্র বিশ্বাস, বয়স আনুমানিক ৩৮, বাড়ি দুর্গানগর এলাকায়। ঝুটন নমশুদ্র, শংকরী পাল (সরকার) বয়স ৪৮, বাড়ি রানিরবাজার আশ্রমটিলায়। শিল্পী দাস, বাড়ি মনু এবং দুই গাড়ি মারুতি ড্রাইভার যথাক্রমে সুদর্শন চক্রবর্তী (৩৫), বাড়ি পেঁচারথল। অপরজন সুভাষ ভৌমিক, বাড়ি আগরতলার আড়ালিয়া এলাকায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজের দাবীতে পুর নিগমের ওয়ার্ড অফিসে ধরণা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আগরতলা পৌর নিগমের ১৩ নং ওয়ার্ডের অভয়নগর এলাকার শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে টুয়েপ্প প্রকল্পে কাজ পাচ্ছেন না। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা ভয়াল সংকটের মুখোমুখি। এলাকায় কাজ এবং খাদ্যের কোন ব্যবস্থা নেই বলে শ্রমিক পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা জানান এসব বিষয়ে তারা স্থানীয় কাউন্সিলরসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নজরে এনেছেন।

কিন্তু তাদের জন্য কাজের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। সামনে দুর্গাপূজা।এ উপলক্ষে ও কোন ধরনের কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৮ ◘ ৯ অক্টোবর ২০২০ ইং ◘ ২২ আশ্বিন ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আত্মনির্ভর

ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গরিয়া তুলিবার স্লোগান তুলিয়া সহজেই আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়িয়া তোলা যে সম্ভব হইবে না তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্য বাজেট এর ৮৯ অর্থের উৎস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে গিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক স্থিতি নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক নয়।এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার এর ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হইয়াছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা করা। রাজ্য সরকার নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে বাঁচিয়া নিইয়াছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা করা। এর জন্য সমগ্র প্রশাসন মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ সাধ্যমত রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়াইবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত রাখিযাচ্ছে। ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত প্রয়াস এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জনসচেতনতার অন্যতম নজির। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা চুলচেরা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় , সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মিটাইয়া দিতে বাজেটের বিরাট অংশ চলিয়া যাইতেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার গত পহেলা জুলাই হইতে কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট ঘোষণা করিয়াছে।দেশের একাংশ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া কর্মচারীদের বেতন ভাতা ছাঁটাই করিয়াছে। কোপ পড়িয়াছে সাংসদ এবং বিধায়কের বেতন ভাতার উপর। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা যথাসময়ে বেতন-ভাতা পাইতেছেন না।কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনে ছোট হইলেও ,অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা দুর্বল হইলেও কর্মচারীরা যথা সময়ে তাহাদের বেতন-ভাতা গুনিয়া নিতে পারিতেছেন। মাত্রাতিরিক্ত চাপ সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারীদের বেতনের উপর হাত দেবার পথে হাঁটে নাই রাজ্য সরকার।অফুরন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট ঘোষণা করিয়াছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

সরকার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রতি যথেষ্ঠ সহানুভূতিশীল হইলেও একাংশ সরকারি কর্মচারী বিরাগভাজন হইয়া প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া তাহাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছে ন। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার হইয়া উঠিয়াছে। দেশ এবং দেশবাসীর অবস্থা যতই করুন হোক না কেন ,সরকারি কর্মচারীরা তাহাদের পাওনা টাকা আদায় করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছেও চর্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আর্থিকভাবে দুর্বল ত্রিপুরা রাজ্য মাত্রাতিরিক্ত চাপ সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারীদের কিন্তু মোটেই বঞ্চিত করে নাই। সরকারি কর্মচারীদের মনে রাখিতে হইবে শুধুমাত্র অর্থ কামাই করায় তাদের মূল লক্ষ্য হইতে পারেনা। দেশ রাজ্য এবং সমাজের প্রতি তাহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বিরূপ পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে তাহা তাহাদের বিবেক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।সরকারি কর্মচারীদের মনে রাখিতে হইবে করোনা পরিস্থিতির কারণে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসা এখনও অনিশ্চিত।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মচারীরা অফিস-আদালতে না গেলেও বেতন-ভাতা কিন্তু এক কানাকরিও কাটা হয় নাই। সরকার এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট মানবিকতার পরিচয় দিয়াছে। অথচ সরকারি কর্মচারীদেরএকাংশ সরকারের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে যে হুংকার দি আছে তাহা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কেননা সরকারি কর্মচারীরা সরকারের এর একটা অংশ। কর্মচারীদের বাদ দিয়া সরকার কোনদিনই বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে পারিবে না। স্বাভাবিক কারণে সরকারি কর্মচারীদের জনগণের প্রতি আস্থাশীল এবং দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র নিজেদের লাভালাভের অংক বিচার করলে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। এই কথা অনস্বীকার্য যে সরকারি কর্মচারীরা ন্যায্য পাওনা দাবী করতেই পারেন।কিন্তু পড়না ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে তাহাদেরকে খানিকটা সংযমের ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

হাইকোর্টের চিঠি পেয়ে নড়েছে প্রশাসন, শীঘ্রই কাজিরঙার হলদিবাড়ি, পানবাড়িতে উচ্ছেদের নোটিশ

বোকাখাত (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : গৌহাটি হাইকোর্টের চিঠি পাওয়ার পর টনক নড়েছে গোলাঘাটের বোকাখাত মহকুমা প্রশাসনের। খুব শীঘ্রই কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের দুটি সংযোজন এলাকায় জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে হাইকোর্টকে জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জবরদখলকারীদের কাছে উচ্ছেদ অভিযানের নোটিশ পাঠিয়েছে মহকুমা প্রশাসন। এতে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সরকারি জায়গা খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় উদ্যানের তৃতীয় এবং পঞ্চম সংযোজনের হলদিবাড়ি এবং পানবাড়িতে ৩২টি পরিবারের বসবাস। তার মধ্যে হলদিবাড়ি এলাকায় ১৮টি এবং পানবাড়িতে ১৫টি পরিবার স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করছে। ২০১৫ সালে গুয়াহাটি হাইকোর্ট কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের সংশ্লিষ্ট সরকারি জমিগুলিকে বেদখলমুক্ত করার জন্য নির্দেশ জারি করেছিল। ২০১৫ সালে হাইকোর্টের সেই নির্দেশের পর ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নগাঁও জেলার অন্তর্গত কাজিরঙা সংলগ্ন তিনটি গ্রাম বান্দরডুবি, পালখোয়া এবং দেওচূড়চাঙে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল জেলা প্রশাসন। পালখোয়া ও দেওচূড়চাঙের উচ্ছেদ অভিযানে বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশাসনকে সহায়তা করলেও বিগড়ে বসেন বান্দডুবির বাসিন্দারা। প্রায় দশটি হাতি এবং এসকেভেটর নিয়ে পুলিশ-সিআরপিএফ-এর দল গ্রামের দিকে এগোলে তাঁদের বাধা দেন বাসিন্দারা। পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর ওপর ছোঁড়া হয় ইট-পাটকেল। এতে কয়েকজন জওয়ান আহত হন। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠি চার্জ এবং পরে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে পুলিশ। এর পর পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বেসামাল। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে হয়। সেদিন অঞ্জুমা খাতুন নামের এক মহিলা ও জনৈক যুবক ফকরউদ্দিনের লাশ উদ্ধার হয়েছিল। প্রশাসন অবশ্য সেদিন ১৯০ জনের গ্রামকে জবরদখলমুক্ত করেছিল। তবে গোলাঘাট জেলার বোকাখাত মহকুমা প্রশাসন উদ্যানের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম সংযোজন এলাকায় উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেনি।

সম্প্রতি বোকাখাত মহকুমা প্রশাসনের কাছ থেকে উচ্ছেদের স্থিতি জানতে চেয়ে গৌহাটি হাইকোর্ট একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠি পাওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে বোকাখাত মহকুমা প্রশাসন। ধাপে ধাপে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম দফায় তৃতীয় ও পঞ্চম সংযোজন এলাকাকে বেদখলমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রশাসনের নোটিশ পাওয়ার পর নিজের হাতে তৈরি করা ঘর নিজেরাই ভাঙতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এলাকায় বসবাসকারীরা। হলদিবাড়ি এলাকার একাংশ মানুষ নিজেরাই ঘরদুয়ার ভেঙে গৃহহীন হয়েছেন। তাদের মাথা গোঁজার চাল নেই। নিকটবর্তী স্কুলে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় চাইলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্রয় দিতে রাজি হননি বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে গৃহহীন পরিবারগুলোর সদস্যরা উচ্ছেদ চালানোর আগে প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। এদিকে উদ্যানের সংযোজন এলাকায় একটি স্কুলের শৌচালয়ও পড়েছে, প্রশাসনের তরফ থেকে সেটিও ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনার থাবা বিস্তার সত্ত্বেও রাজনৈতিক মিছিলে ভাঙছে বিধি

নারায়ণ দাস

করাল করোনা সংক্রমণ যেভাবে শহর কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে তাকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক দলগুলি নানা ইস্যুতে বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং মিছিল মিটিং করে চলেছেন, তাতে চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই বলছেন, 'রাজনৈতিক দলগুলির এই কাজ সংক্রমণ বৃদ্ধির সহায়ক হবে।' জীবনের চেয়ে রাজনীতি বড় হতে পারে না, তা তাদের বোঝা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলির এই কাজে দূরত্ব বিধি একেবারেই মানা হচ্ছে না---কর্মীরা মাস্ক ব্যবহার করছেন না, যা একটা ভয়ঙ্কর প্রবণতা। এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। আর এমন সময় রাজনৈতিক দলগুলি পথে নামছে, বৃহৎ সমাবেশ করছে, যখন প্রতিদিন করোনার আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজারের ওপরে থাকছে, আর চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত্যুর পঞ্চাশের নীচে নামছে না। এই ধারা যদি বজায় থাকে, তাহলে এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে কেউ নিস্তার পাবে বলে মনে হয় না। যতই সুস্থতার হার নিয়ে প্রশাসন খুশি হোক।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস শহরে সম্প্রতি একটি বড় মিছিল বের করল। তার নেতৃত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। কেন এই মিছিল? না হাথরাসের মর্মস্পর্শী ঘটনার প্রতিবাদে। মুখ্যমন্ত্রী হাঁটলেন। তিনি নিশ্চয়ই পিছনে তাকিয়ে দেখে থাকবেন, মিছিলকারীদের মধ্যে দূরত্ব বিধি থাকছে না, কেউ কেউ মাস্কহীনও। শাসক দলের এই মিছিলের আয়োজন কী বার্তা দিল? মুখ্যমন্ত্রী তো অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হাথরাসের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। উত্তরপ্রদেশে যোগী শাসনের সব ক্ষেত্র আইনের শাসন বলবৎ করতে ব্যর্থতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তারপরও শাসক দলের এই করোনা মহামারিকে অগ্রাহ্য করে মিছিল বের করার দরকার ছিল কি? মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, 'মিছিলটা করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কারণ তার মন পড়ে রয়েছে হাথরাসে। কিন্তু তিনি আর দলেরতরফে প্রতিবাদ যথার্তই হয়েছে। তাঁর দলের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন পুলিশের বাধাদান এবং ধাক্কা মেরে তাঁকে ফেলে দেওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করেও নির্যাতিতার পরিবারের বাড়িতে গেছেন।

আর কতভাবে প্রতিবাদ করা যেত? সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর এই মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত না নিলেই হয়ত ভালো হত। কারণ করোনা ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাডভাইসরি হল রাজনৈতিক বা কোনো ধর্মীয় জমায়েত হতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ জনের বেশি লোক আনা যাবে না।

কিন্তু তৃণমূলের মিছিল সেই নির্দেশিকা মানল না, আর সম্ভবও ছিল না। তাই বিরাট মিছিল বের করা হল এবং দূরত্ব বিধি অবধারিতভাবে লঙ্ঘিত হল। মিছিল বের করার কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

সামনে নির্বাচন। সুতরাং এখন বোঝা যাচ্ছে, এই মিছিল বের করার মধ্যে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকানো ছিল। মুখ্যমন্ত্রী করোনা সংক্রমণ নিয়ে মানুষকে কীভাবে সাবধান করেন। নবান্নে বসে করোনা মোকাবিলায় কী কী সাবধানতা মেনে চলতে হবে তা মাঝেমাঝেই বলে দেন।

দূরত্ব বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেন। করোনার আক্রমণের সময় শহরের দু'একটা বাজারে গিয়ে তিনি নিজে বৃত্ত এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কতটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করে করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা কেমন হচ্ছে তার খোঁজখবর নিয়েছেন।

চিকিৎসকদের মতে, শহর সহ রাজ্যে সংক্রমণ য়ে কমছে না, তার মূলে রয়েছে সাধারণ নাগরিকদের দূরত্ব বিধি রক্ষা না করা, মাস্ক না পরা বাধ্যতামূলক হলেও তা না পরা। এই দু'টিই যদি প্রধান কারণ হয় তাহলে শাসক দল সহ সব দলেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই সংক্রমণ ঠেকাতে জমায়েত বন্ধ রাখা। কারণ এই সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা কোনো অবিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে অথবা দাবি আদায়ের জন্য কোনো মিছিল বের করলেই জমায়েতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া মানুষের সংখ্যা থাকবে না, এবং দূরত্ব বিধিও শিকেয় উঠবে। ভুললে চলবে না, এই মারণ করোনা ভাইরাসের জন্য দেশ এখন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। প্রতিদিন হাজারে হাজারেমানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন। একটি মানুষের মৃত্যুও যেখানে দুঃখের, সেখানে এ পর্যন্ত ভারতে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এই মারণ ভাইরাস। পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতিও ভয়াবহ।

সুতরাং সব রাজনৈতিক দলেরই এটা বোঝা উচিত, রাজনৈতিক স্বার্থে, কোনো মিছিল মিটিং করা মানেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া। রাজনীতির সময় ভবিষ্যতে আসবে, সুতরাং রাজনৈতিক দল সহ অন্যান্য সংস্থা, সংগঠনের উচিত চরম সাবধানতা অবলম্বন করে চলা। বরং মানুষকে নির্ভয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতা, স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার চালানো উচিত। সরকারের অপেক্ষায় বসে না থেকে গণসংগঠনগুলির উচিত মাস্ক পরা নিয়ে প্রচার চালানো।

এদিকে বাম কংগ্রেসও শহরে একটি বিরাট মিছিল বের করল। উদ্দেশ্য যাই থাকুক, এই দু'টি দলের মেতাকর্মীরা বিরাট সংখ্যায় এই মিছিলে যোগ দিলেন। শহর প্রদক্ষিণ করলেন---দূরত্ব বিধি থাকা সম্ভব নয়, থাকল না। প্রশাসন কিন্তু এই মিছিল আটকাতে পারল না। কারণ শাসক দল ইতিমধ্যেই একটি বড় মিছিল বের করে দূরত্ব বিধি ভেঙেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিরোধী দলশহরে মিছিল বের করেছে, দূরত্ব বিধি রক্ষিত হয়নি। পুলিশও বাধা দেয়নি। তাই এভাবে চললে করোনা সংক্রমণ আটকানো একেবারেই সম্ভব নয়। আগামী বিদানসভা নির্বাচন খুব দূরে নয়, সুতরাং করোনার দাপট তখন থামবে, তা একেবারেও আশা করা যায় না। চিকিৎসকেরা, বিশেষজ্ঞরা এখন বলতে শুরু করেছেন, সামনে করোনার ঢেউ আরও বড় আকারে আছড়ে পড়তে পারে। তাই তাঁরা মানুষকে সতর্ক করেই যাচ্ছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে। তাঁদের আশঙ্কা প্রতিষেধক না বের হলে এই করোনা নিয়েই আমাদের চলতে হবে। তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

করোনার বাড়াবাড়ি হলেও কেন্দ্রে অনুমতি ব্যতীত আর লকডাউন করা চলবে না। এখন পশ্চিমবঙ্গে কন্টেইনমেন্ট জোন বলে কিছু আছে কিনা জানি না। সব কিছুই এখন আলগা। বিধি নিষেধ বলবৎ আছে, তা খাতায়কলমে। এখন চলছে নিময় ভাঙার খেলা। সিনেমা হলগুলি খুলেছে। চিড়িয়াখানা খুলেছে। মন্দির মসজিদ গির্জা আগেই খুলেছে। এ ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। কোনো কোনো সিনেমা হলগুলিতে দর্শক উপচে পড়ছে—সরকারি ও বেসরকারি বাসগুলিতে ভিড়ে ঠাসাঠাসি, অটো টোটো যত পারে যাত্রী নিয়ে নিচ্ছে—সুতরাং দূরত্ব বিধি একেবারেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর চিকিৎসকরা অসহায় হয়ে দেখছেন, কী ভাবে দূরত্ব বিধি ভাঙা হচ্ছে, মাস্ক না পরে রাস্তায় বের হওয়া মানুষের সংখ্যা কীভাবে বাড়ছে। তাহলে করোনার সংক্রমণ বাড়বে না তো কী কমবে? তাঁদের মতে, এইসব বিধি না নামলে ঘোরতর সঙ্কট সামনে করোনা ঘরে ঘরে ঢুকে যাবে। সুতরাং প্রশাসনের ঢিলে দেওয়ার সুযোগে বিধি ভাঙার খেলা আরো জমবে, চিকিৎসকদের হুঁশিয়ারি। করোনার দাপটে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় পড়াশোনার অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। রিসার্চ স্কলারদের গবেষণার কাজ বন্ধ। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট বিপর্যয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, কালীপুজোর পর করোনা অবস্থা পর্যালোচনা করে স্কুল খোলার একটা উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু সংক্রমণ না কমলে স্কুল খোলা দূরত্ব বিধি রক্ষা করে পড়ুয়াদের ক্লাস করা কঠিন হবে। ফলে করোনা আক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যাবে। অনলাইনে মাস্টারমশাইরা উপরের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে বসেই ক্লাস নিচ্ছেন, কিন্তু যাদের স্মার্ট ফোন নেই তারা এই সুবিধে পাচ্ছে না। তবুও বলব, তারা কিছুটা উপকৃত হচ্ছে।

এসব যখন বড় সমস্যা, আর করোনার আক্রমণ কমার কোনো লক্ষণই নেই, তখন রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির ভাবা উচিত কীভাবে এই ভাইরাসের ছোবল এড়ানো যায়। মিছিল মিটিং করা মানেই বহু মানুষের সমাবেশ, তখন দূরত্ব বিদি রক্ষা একেবারেই সম্ভব নয়। রাজনীতির সময় আরো আসবে, মিছিল মিটিংয়ের আয়োজন ভবিষ্যতেও করা যাবে, কিন্তু অসাবধানতার জন্য যদি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতেই থাকেন, তাহলে তার চাইতে পরিতাপের কিছু নেই। সর্বস্তরের কত মানুষ, জনপ্রতিনিধি, কত ডাক্তার কত পুলিশ অফিসার কর্মী, কত সমাজের গুণী মানুষ, চিকিৎসাকর্মীর জীবন কেড়ে নিল এই করোনা, তা কি আমাদের রাজনীতিবিদদের মনে কোনো রেখাপাত করে না---শোকে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় না তাদের মন? রাজনীতি কি এমন জিনিস যা মানুষের প্রাণ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা করতে হবে? রাজ্যে কোথাও কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেই সংশ্লিষ্ট সমাবেশ করে,দূরত্ব বিধি ঘুচে যাচ্ছে। মাস্কহীন মানুষও দেখা যাচ্ছে। তাই সংক্রমণ বাড়ছে, আজ অনেক মাস হল তা কমার কোনো লক্ষণ নেই। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা একবা ভেঙে দেখুন দূরত্ব বিধি হেলায় দূরে ঠেলে দিয়ে, শহরে বা জেলায় মিছিল বের করা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা? হিংসা, খুন, জখমের ঘটনা অহরহই ঘটছে, মানুষও রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে।

আরো একটা সঙ্কট ঘনিয়ে আসার দিন গোণা হচ্ছে। পূর্ব বেলের কর্তরা শহরগুলির ট্রেন টালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখন রাজ্য সরকার এবং রেলওয়ে বোর্ডের সবুজ সঙ্কেত পেলেই ট্রেন চালু করা হবে।

কিন্তু রেলের কর্তারা কী ভেবে দেখেছেন যে বিপুল সংখ্যায় যাত্রীরা গাদাগাদি করে, ভিড়ে ভরা ট্রেনে যাতায়াত এর আগে করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি হবে না? তখন দূরত্ব বিধি কি করে রক্ষা করা হবে? সংক্রমণ কী বসে থাকবে?মেট্রো রেল চলছে সীমিত শহর অঞ্চলে। যাত্রী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনো বড় অঘটন ঘটেনি। কিন্তু পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কী করে এই বিপুল সংখ্যার নিত্যযাত্রীদের ট্রেনে চলাচল করা নিয়ন্ত্রণ করবেন? দূরত্ব বিধি না মেনে ভিড়ে ঠাসা প্রতিটি ট্রেনে যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করে চললেও সংক্রমণ ছড়াবে না, এই গ্যারান্টি যদি কেউ দেন, তাহলে রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন চালু করতে পারেন। কিন্তু তা কি আদৌ সম্ভব? রেল কর্তারা দশবার ভেবে সিদ্ধান্ত নিন।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কবে বিহারে বিনিয়োগ করবে টাটা, রিলায়েন্স, ইনফোসিস

রবীন্দ্র কিশোর সিনহ

বিহার আবারও নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত। নেতাদের জন সম্পর্কের প্রচার চলছে। শীঘ্রই সেখানে নির্বাচনী সভা ও সমাবেশ শুরু হয়ে যাবে। সব দলের নেতারা জনগণের কাছে একাধিক প্রতিশ্রুতিও দেবেন। তারপরে এই দলগুলি নিজেদের ইশতেহার নিয়ে জনগণকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করবে। তাতেও জনগণ ও রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। ভাল হয় যদি এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বর্ণের প্রশ্নে না গিয়ে উন্নয়নের ভিত্তিতে লড়াই হয়। উন্নয়ন প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়া দরকার। সমস্ত দলের উচিত জনগণের সামনে তাদের উন্নয়নের রূপরেখা রাখা। দুর্ভাগ্যবসত বিহারের উন্নয়নের প্রশ্নগুলি গৌণ হয়ে গিয়েছে। আমরা গত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনও দেখেছি। সেই সময়ে মহাজোটের নেতারা প্রচারে উন্নয়নের প্রশ্নে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হননি। এই মুহূর্তে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুরো প্রচারের কেন্দ্রে উন্নয়নের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। বিগত নির্বাচনে এনডিএর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সমস্ত শক্তি রাজ্যের উন্নয়নের বিষয় নিয়ে কথা বলতে অনীহা বোধ করেছিল। জাতপাতের নামে ভোট পাওয়ার দৌড়ে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। এই মানসিকতার কারণে বিহার উন্নয়নের নিরিখে অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। এটি একটি সত্যই গুরুতর সমস্যা। বিহারে জাতিগত রাজনীতির কারণে বাণিজ্যিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়ে চলেছে।

বিহারে তরুণ প্রজন্মের সংকট

বিগত ৩০ বছরে বিহারে কত বড় শিল্পগোষ্ঠী বিনিয়োগ করেছে? টাটা, রিলায়েন্স, মাহিন্দ্রা, গোয়েনকা, মারুতি, ইনফোসিসের মত কোনও বড় সংস্থা বিহারকে বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত মনে করেনি। ফলস্বরূপ, বিহারের তরুণ প্রজন্ম তাদের বাড়ির আশেপাশে কোনও সম্মানজনক কাজ পায় না। রুজি-রুটির সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে বহু দূরে পাড়ি দিতে হয় তাদের। আপনি দিল্লি, মুম্বই, পুনে, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা সহ দেশের যে কোনও বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরে গিয়ে দেখুন। সেখানে আপনি বিহারী যুবকদের দেখতে পাবেন সমস্ত ধরণের কাজ করতে। বিহারের জাতপাতের রাজনীতি করা নেতাদের ভ্রান্ত নীতির কারণে এখানে কেউ বিনিয়োগ করতে সাহস পায় না।

মনে রাখতে হবে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে বিপুল পরিমাণ বেসরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে বলেই এখানে উন্নয়নের ধারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর একটি র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে যেখানে দেখা যায় কোন রাজ্যে ব্যবসা করার সবথেকে সহজ ও কোথায় সবথেকে কঠিন। সরকার সম্প্রতি 'ইজি অফ ডুং বিজনেস' র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। এতে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম অবস্থানে আছে। এর অর্থ এই যে অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যবসা করা আজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তেলেঙ্গানা। হরিয়ানা তিন নম্বরে। মধ্যপ্রদেশ চতুর্থ স্থানে, ঝাড়খন্ড পঞ্চম স্থানে, ছত্তিশগড় ষষ্ঠ স্থানে, হিমাচল প্রদেশ সপ্তম স্থানে এবং রাজস্থান অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। তা ছাড়া এবার শীর্ষ দশে যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবার ৯ নম্বরে পৌঁছে গেছে। গুজরাট ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসে দশম স্থানে রয়েছে। তালিকায় প্রথম ১৫টি রাজ্যের মধ্যে বিহারের নাম নেই। এমন চলতে থাকলে বিহারের উন্নয়ন কিভাবে হবে?

এই র‍্যাঙ্কিংয়ের উদ্দেশ্য হল দেশীয় এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নত করতে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ চালু করা। সরকার রাজ্যগুলির কন্সট্রাকশন পারমিট, শ্রম আইন, পরিবেশ নিবন্ধকরণ, তথ্য পাওয়ার সহজ লভ্যতা, জমির সহজলভ্যতা এবং সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং পরিমাপ করে থাকে।

বিহারের নেতাদের চোখ কবে খুলবে

এই র‍্যাঙ্কিং থেকে বিহারের সবকটি দল এবং নেতাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তারা হয়ত জেনে গেছে যে তাদের রাজ্যের পরিস্থিতি ব্যবসা করার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। দীর্ঘ সময় ধরে বিহারে বাণিজ্য এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়নি। বিহারের যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের কর্তব্য শিল্পসংস্থা ফিকি, অ্যাসোচাম, সিআইআই এর সম্পর্ক স্থাপন করে রাজ্যের শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে বিনিয়োগ টেনে আনা। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিহারের পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন রাজ্যে আগে থেকে থাকা শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বর্তমানে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাওয়া উদ্যোগ পতিদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রাজ্যে কোন সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের ব্যবস্থা নেই। বিহারের শিল্প নির্মাণের জন্য ভূমি বন্টনের কোন শক্তিশালি ব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি শিল্প বন্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি এখানে। এমনকি পানীয় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। রাস্তাগুলির অবস্থা এবং গণ পরিবহনের অবস্থা খুবই খারাপ। স্বাস্থ্যপরিসেবা ভগবানের উপর নির্ভর করে চলেছে। তবে নীতীশ কুমারের শাসনকালে বিহারে উন্নয়নের চেষ্টা হয়নি এমন বলা যাবে না। বিনিয়োগকারীদের মন থেকে লালু রাজের ছবি মুছে ফেলা যাবে না। সেটা মুছে ফেলা অতটা সহজ নয়। এমন পরিস্থিতিতে কোন বিনিয়োগকারী অর্থলগ্নি করবে? বিহারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হাজার হাজার কৃষিভিত্তিক শিল্প, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার শিল্প, বস্ত্র, কাগজ এবং আইটি শিল্পের বিশাল উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাকে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

বিহারে কেন গড়ে তোলা গেল না বাণিজ্যিক হাব

গত ২০-২৫ বছরে দেশের অনেক শহর উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে 'হাব' গড়ে উঠেছে। তবে এই ক্ষেত্রে বিহার পিছিয়ে পড়েছে। বিহারের কোনও শহরই নয়ডা, মনেসর, বাড্ডি হতে পারেনি। নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে এখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ এবং অটোমোবিল সম্পর্কিত কয়েকশো পণ্য তৈরি হচ্ছে। এর বাইরে কয়েকশো আইটি সংস্থায় লক্ষাধিক যুবক রোগাজার পাচ্ছেন, যার একটি বড় শতাংশ বিহারী। দক্ষিণ কোরিয়ার এলজি ইলেক্ট্রনিক্স, মোসার বের, ইয়ামাহা, নিউ হল্যান্ড ট্রাক্টর, ভিডিওকন ইন্টারন্যাশনাল, শ্রীরাম হোন্ডা পাওয়ার ইকুইপমেন্ট এবং হোন্ডা সিএল নয়েডা-গ্রেটার নয়েডায় উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে।

একইভাবে, হরিয়ানার শহর, মানেশার একটি বড় শিল্প শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনেসর গুরগাঁও জেলার একটি দ্রুত উন্নত হওয়ার শিল্প শহর। এটি দিল্লির এনসিআরের একটি অংশও। মানেশরে অটো এবং অটো পার্টস এর অনেক ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মারুতি সুজুকি, হোন্ডা মোটরসাইকেল ও স্কুটার ইন্ডিয়া লিমিটেড। লক্ষ লক্ষ লোকও এগুলিতে কাজ করে। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক বিহারীও রয়েছে। আপনি মানেসারকে উত্তর ভারতের শ্রীপেরুম্বুদুর হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুরে, কমপক্ষে ১২ বড় অটো সেক্টর সংস্থাগুলি উৎপাদন করছে এবং শত শত অংশীদার শিল্পগুলিও এই বড় সংস্থাগুলির অংশ সরবরাহের জন্য চলছে। এবার মহারাষ্ট্রের দিকে তাকানো যাক। চকান শহর পুনে থেকে ৫০ কিলোমিটার এবং মুম্বই থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটিতে বাজাজ অটো

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার ১৩ নং ওয়ার্ড অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপির নবান্ন অভিযানে বোমা ফেলেছে পুলিশ, টুইটারে ভিডিও প্রকাশ করে দাবি কৈলাস বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): বৃহস্পতিবার বিজেপি যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার শহরতলী। নবান্নর দিকে মিছিলে এগোতেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি সমর্থকরা এগোতে চাইলে পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। এরই মাঝে বিজেপির মিছিলে বোমা ফাটানো হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। আর সেই বোমা নিয়ে বর্তমানে তরজা তুঙ্গে। বোমা নিয়ে ভিডিও প্রকাশ করে বিস্ফোরক অভিযোগ কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

এদিন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় টুইট করে একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছেন, "বহুতলের ছাদ থেকে বোমা ফেলেছে পুলিশই। বিজেপির আন্দোলন রুখতে দুষ্কৃতীদের মত ব্যবহার করেছে পুলিশ। বাড়ির ছাদ থেকে কর্মীদের উপরে বোমা ফেলা হয়েছে"।

একাধিক দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযান করে বিজেপি। কিন্তু বিজেপির মিছিল এগোতেই সেই মিছিলে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় রাস্তা। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর মরিয়া চেষ্টা বিজেপি কর্মীদের। এর পরেই লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে যায় পুলিশ। বিজেপির মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় শহরের বিভিন্ন রাস্তা।

ময়নাগুড়িতে নতুন করে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ

ময়নাগুড়ি, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ বাড়ছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। গত ২৪ ঘন্টায় ময়নাগুড়িতে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এখনও পর্যন্ত ময়নাগুড়িতে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১৫ জন। সংক্রামিতরা শহর এবং শহর পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দা বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর।

বৃহস্পতিবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: লাকি দেওয়ান জানান, সংক্রামিতদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। যদিও অধিকাংশই সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া জানান, কয়েকদিন পরই পুজো। কিন্তু সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। আমরা এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে প্রচার চালাচ্ছি।

দক্ষিণ শালমারার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক নদীভাঙ্গন, নিরাশ্রিত প্রায় তিন শতাধিক পরিবার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। গত প্রায় এক মাস ধরে দক্ষিণ শালমারার মাটিফাটা, পাটাকাটা, পামপাড়া, ফকিরগঞ্জ, রাভাটারি, বাউসকাটা এলাকায় নদের ভাঙন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। ভাঙনের ভয়ে নদ-তীরবর্তী মানুষজনের রাতের ঘুম উবে গেছে। প্রত্যেকদিন ১০ থেকে ১২টি পরিবার নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে। গত একমাসে প্রাত তিন শতাধিক পরিবার আশ্রয়হীন হয়েছেন।

বন্যার জল কমার পর থেকে নদের পার ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাটাকাট ঐতিহাসিক বাজার, বেশ কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি স্কুল, ঈদগাহ ময়দান এবং বাজার ব্রহ্মপুত্র নদের জলে তলিয়ে গেছে। বাউসকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে মাটিফাটা গ্রামের প্রায় তিন শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি নদের বুকে তলিয়ে গেছে। গৃহহীন পরিবারগুলো বর্তমানে উন্মুক্ত জায়গায়, রাজপথের ধারে কিংবা সরকারি প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়েছে। বিশেষ করে মাটিফাটা বাজার থেকে ধুবড়ি-মাটিফাটা সংযোগী মাটিফাটা পারঘাট পর্যন্ত এক কিলোমিটার পাকা রাস্তা নদের জলে তলিয়ে গেছে। ফলে ওই এলাকায় মানুষের মনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত অঞ্চলের মানুষ কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, এমন-কি স্থানীয় বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীও ওই সব লোকদের কাছে গিয়ে একবার খবর পর্যন্ত নেননি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী মানুষ।

অন্যদিকে ধুবড়ি থেকেই নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন সাংসদ তথা এআইইউডিএফ-প্রধান মৌলানা বদরউদ্দিন আজমল। অতিমারি কোভিড-১৯-এর অজুহাতে গত এক বছর ধরে ওই কেন্দ্রের মানুষজনের কোনও খবর নিতে যাননি তিনি। অভিযোগ করেছেন ভাঙন দুর্গত মানুষ।

বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৪৪১ জন

ঢাকা, ৮ অক্টোবর (হি. স.): বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৪৪১ জন। পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনার বলি হয়েছেন আরও ২০ জন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নতুন ২০ জন নিয়ে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত মোট ৫৪৬০ জনের মৃত্যু হল করোনাভাইরাসে। আর ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯২ জনের কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৬০৫ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৬৮৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২ লাখ ৮৮ হাজার ৩১৬ জন।

আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক "রাইট টু এডুকেশন ফোরাম"-এর

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে "রাইট টু এডুকেশন ফোরাম"।

আজ সকালে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এক বিবৃতিতে ফোরামের পক্ষে কেশব ভট্টাচার্য ও ঈশিতা মুখার্জি এ কথা জানিয়ে লিখেছেন, তাঁর প্রয়ানে শিক্ষা -সাক্ষরতা -জনবিজ্ঞান আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। ২০১৩ সালে তাঁর হাত ধরেই তৈরী হয় "সেভ এডুকেশন ফোরাম"। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের ওপর যে আক্রমণ নেমে আসে,তার প্রতিবাদ করার জন্য অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মৌলালি যুবকেন্দ্রে একটি কনভেনশনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে "সেভ এডুকেশন ফোরাম"। তিনি ওই সংগঠনের আহ্বায়ক ছিলেন। এই ফোরামের প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে তিনি তাঁর বয়সের ভারকে তুচ্ছ করে নিজেকে যুক্ত করেন ও বিভিন্ন পরামর্শ দান করেন। পরবর্তীকালে এই ফোরামের নাম পরিবর্তন করে "রাইট টু এডুকেশন ফোরাম" করা হয়। তাঁর প্রদর্শিত পথেই এই নতুন ফোরাম শিক্ষার উপরে যে কোনো ধরনের আক্রমনের মোকাবিলা করবে - এই আশা রাখি।এই সংগঠন তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

দুহাত হাত বেঁধে ১.৫৫ ঘণ্টায় ৩৪.৯২ কিমি সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড গোয়ালপাড়ার কিশোর তনবিরের

গোয়ালপাড়া (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : দুই হাত বাঁধা অবস্থায় ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে ৩৪.৯২ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে নজির গড়েছে নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়ার কিশোর তনবির ফিরদৌস। এই প্রদর্শন করে অসম বুক অব রেকর্ডে তনবিরের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।

তনবির গোয়ালপাড়া শহরের আলসালাম হাসপাতাল থেকে সাইকেল চালিয়ে বঙাইগাঁও জেলার চলন্তপাড়া পর্যন্ত গিয়ে ফের সোলেস হাসপাতালের সামনে গিয়ে তার যাত্রা শেষ করে। গোয়ালপাড়া শহরের বড়বাজারের বাসিন্দা সাবির রহমান এবং লাইলা মুসকুরার ছেলে তনবির ফিরদৌস এসআর অ্যাকাডেমির নবম শ্রেণির ছাত্র। শৈশব থেকেই সে দু হাত বেঁধে সাইকেল চালানোর অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এবার তার পরবর্তী লক্ষ্য জাতীয় পর্যায়ে এবং তার পর বিশ্ব রেকর্ড গড়ার। তনবিরের এই সাফল্যে আনন্দিত তার মা বাবা সমেত গোটা এলাকাবাসী।

কপ্টারে করে ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতায় উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রাম, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কপ্টারে করে কলকাতায় উড়ে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তার ফিরে যাওয়ার আগে ঝাড়গ্রাম শহরের বস্তিবাসীরা রোদ মাথায় নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন বলে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর মুখ্যমন্ত্রী সাথে দেখাও হল, তাদের আবেদনও জানানেল। মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে গিয়েছেন আশ্বাস। আর তাতেই আশায় বুক বেঁধেছেন গরীব মানুষ গুলি।কুড়ি ত্রিশ বছর ধরে তারা জঙ্গলে আদারে বাদারে বাস করছেন। নিজেদের জমি না থাকায় ঝুপড়ি,ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া ঘরে কোন মতে মাথা গুঁজে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে অনেকটাই আশ্বস্ত তারা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে গিয়েছেন পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য দূর্গেশ বাবুর সাথে কথা বলার জন্য। অন্যদিকে দূর্গেশ মল্লদেবও জানিয়েছেন শহরের দরিদ্র মানুষগুলি যাতে সরকারি পরিষেবা পান তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা উনি নেবেন।এদিন যাওয়ার আগে তাঁর স্বাভাব সিদ্ধ ভঙ্গীতে হেলিপ্যাডের ব্যরিকেডের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ গুলির কথা শুনলেন।মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেই সত্যবানপল্লির বাসিন্দারা বলে ওঠেন " দিদি আমারা কিছু পাইনি।আমাদের ঘর নেই।পাট্টা নেই।পাট্টার ব্যবস্থা করে দিন।" এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী দাড়িয়ে গিয়ে বলেন " সব করে দেওয়া হয়েছে।ওটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।রিভিউ হবে।আপনারা দূর্গেশের সাথে কথা বলুন বলুন।"এরপরেই হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে থাকা জেলা শাসককে বিষয়টি দেখে নেওয়ার নির্দেশ দেন।এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে হেলিপ্যাডে দেখা করতে আসেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের অন্যতম মুখ্যপাত্র,প্রাক্তন সাংসদ উমা সোরেন,জেলা কোঅর্ডিনেটর উজ্বল দত্ত।সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী,ঝাড়গ্রাম পুলশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর সহ অন্যান পুলিশ আধিকারিকরা। সত্যবানপল্লি লাগোয় এলাকাতেই হেলিপ্যাড থেকে মুখ্যমন্ত্রী কপ্টারে কলকাতা ফিরে যান।সকাল থেকেই তাঁকে দেখার জন্য ব্যারিকেডের দুপাশে ভীড় জমতে থাকে।অনেকেই প্রথমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একবারটি দেখার আবেগ নিয়ে উপস্থিথ হয়েছিলেন। বুধাবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প ঘোষনা করেছেন।খুশি জেলাবাসী।তবে প্রশাসিক বৈঠকে ঝাড়গ্রাম পুর প্রশাসনিক বোর্ডের অরেক সদস্য প্রশান্ত রায় হাউস ফর অলে যাদের জমি নেই তারা ঘর পাচ্ছে না বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।এদিন সত্যবানপল্লির বাসিন্দা নিয়তী সিং,সারথী সিং,চম্পা সিংরা বলেন " আমারা বনে জঙ্গলে বাস করছি।সরকারি চাল ছাড় কিছু পাই না।জমি নেই।ঘর পাচ্ছি না।বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই।উনি দূর্গেশ দার সাথে কথা বলতে বলেছেন।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন দূর্গেশ মল্লদেব।এই প্রসঙ্গে দূর্গেশ মল্লদেব বলেন " দরিদ্র মানুষ গুলি যাতে সরকারি পরিষেবা পায় তার জন্য নিশ্চয়ই দেখব।ঝাড়গ্রামে যাদের জমি নেই তারা যাতে ঘর পায় তার জন্য সর্ভে করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বড়খলা মাছুঘাটের অগ্নিদগ্ধ রাজা রবিদাস প্রয়াত, শোক এলাকায়

বড়খলা (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার বড়খলা মাছুঘাটের অগ্নিদগ্ধ রাজা রবিদাসের জীবনাবসান ঘটেছে। বিজেপি কার্যকর্তা তথা মাছুঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর তিন নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য টুনি রবিদাসের স্বামী রাজা রবিদাসের বুধবার রাতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। স্ত্রী টুনি রবিদাস, দুই নাবালক পুত্র-সন্তান সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন তিনি। রাজার অকালমৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নিহত রাজা রবিদাসের মৃতদেহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর মাছুঘাট জিপি-র নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এলাকার লোকজন উপস্থিত হন। অসহায় পরিবারবর্গের খোঁজ নিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন সবাই। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বড়খলা ব্লক মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, জিপি সভানেত্রী পদ্মিনী সিং। আজ মেডিক্যাল কলে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ। এছাড়া বুধবার, মেডিক্যালে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন প্রাক্তন বিধায়ক রুমি নাথ।

মঙ্গলবার রাতে মশারিতে আগুন লেগে এই অগ্নিদগ্ধের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এ ঘটনাকে অনেকেই আত্মহত্যা বলে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। এ নিয়ে এলাকায় যেন অঘোষিত দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ঘরের সবাই জেগে থাকা অবস্থায় মশারিতে আগুন লাগার মূহূর্তেই তাঁর শরীরের অধিকাংশ জায়গা কী করে পুড়েছে, প্রশ্ন উঠেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন ধরে তিনি মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এছাড়া উন্নয়নমূলক কিছু প্রকল্পের কাজ করে পাওনা অর্থ পেতে বিলম্বতা নিয়ে আর্থিক অনটনের সম্মুখীনও হতে হয়েছে তাঁকে। বিষয়টি দুশ্চিন্তার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। সুদে টাকা ধার নিয়ে উন্নয়নের কাজ করালেও কাজের অর্থ জুটছিল না। এছাড়া এলাকার জনৈক রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে কিছু ব্যক্তির কাছে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে রাজাকে। বিষয়টি তাঁর মনে আঘাত লেগেছে বলে গ্রামের একাংশ ব্যক্তি জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পরের দিন ধারের টাকা পরিশোধের শেষ মেয়াদ ছিল। সেই চাপে আত্মহত্যার চেষ্টাতেই অগ্নিদগ্ধ কিনা তা নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এলাকায়। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট বেরিয়ে আসলে আসল সত্য জানা যবে বলে অভিমত গ্রামের সচেতন মানুষের।

রায়গঞ্জে স্টোভ ফেটে মৃত্যু হল বৃদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকায় রান্না করতে গিয়ে স্টোভ ফেটে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন বিকেলে ওই বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শ্যামলী পোদ্দার (৮৪)। মৃতার ছেলে প্রদীপ পোদ্দার বলেন, এদিন সকালে ভাত বসাতে গিয়ে স্টোভ ফেটে অগ্নিদগ্ধ হন মা। তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসলে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মায়ের মৃত্যু হয়। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ডিসেম্বরের মধ্যে বিটিআর-এর ভোট সহ সনোয়াল সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতের

গুয়াহাটি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : গতকাল বুধবার অসম সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বিটিআর-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকারের গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের জন্য সনোয়াল সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দাস বলেন, ষষ্ঠ তফশিলির বাইরে বড়ো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে বড়ো-কছারি কল্যাণ স্বশাসিত পরিষদ গঠন এবং বড়ো ভাষাকে রাজ্যের সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে তাতে বিজেপি সরকার যে বিষয়টি নিয়ে সচেতন তার পরিচয়ই পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে বড়ো এবং ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বিটিআর-এর নাম ফলকে অসমিয়া ভাষা ব্যবহার করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা-ও সনোয়াল সরকারের জাতীয় চেতনারই প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।

এআইইউডিএফ সুপ্রিমো তথা সাংসদ বদরউদ্দিন আজমলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, একাংশ জাতীয়তাবাদীর মুখে ছাই দিয়ে যে সময় এআইইউডিএফ আরবি ভাষার অধ্যাপকের রূপে অবতীর্ণ হয়েছে, ঠিক সেই সময় বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্ত কোন প্রকৃত জাতীয়তাবাদীর পরিচয় তুলে ধরছে তা একেবারে পরিষ্কার। অসমে অসমিয়া ভাষার পরিবর্তে গোয়ালপাড়ায় আজমলের আরবি ভাষায় ফলক উদ্বোধনের বিষয়টি সমালোচনা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে গতকাল চা বাগানের ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য বিজেপি ডে বোর্ডিং এবং বিনামূল্যে ইউনিফর্ম সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বিবৃতিটিতে উল্লেখ করেছেন।

রঞ্জিত দাস বলেছেন, আসাম টি প্ল্যান্টেশনস ফান্ডের অধীনে ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ পর্যন্ত অর্থ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত চা বাগানের কর্মীদের উৎসাহ জোগাবে। বিজেপি সভাপতির প্রচারসচিব প্রণব শইকিয়ার স্বাক্ষরিত প্রেস বিবৃতিটিতে প্রদেশ সভাপতি আরও বলেছেন, নিয়োগ ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করতে নিযুক্তি পরীক্ষাগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি। তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রামপ্রধানদের পারিতোষিক সাড়ে ৬ হাজার থেকে গতকালের ক্যাবিনেট বৈঠকে ৯ হাজার টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে গ্রামপ্রধানরা আরও উপকৃত হবেন বলে বিবৃতিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যে ৪ হাজার ৫৩৪টি অনিয়মিত শিক্ষকের পদ নিয়মিত করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

দক্ষিণ শালমারার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক নদীভাঙ্গন, নিরাশ্রিত প্রায় তিন শতাধিক পরিবার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। গত প্রায় এক মাস ধরে দক্ষিণ শালমারার মাটিফাটা, পাটাকাটা, পামপাড়া, ফকিরগঞ্জ, রাভাটারি, বাউসকাটা এলাকায় নদের ভাঙন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। ভাঙনের ভয়ে নদ-তীরবর্তী মানুষজনের রাতের ঘুম উবে গেছে। প্রত্যেকদিন ১০ থেকে ১২টি পরিবার নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে। গত একমাসে প্রাত তিন শতাধিক পরিবার আশ্রয়হীন হয়েছেন।

বন্যার জল কমার পর থেকে নদের পার ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাটাকাট ঐতিহাসিক বাজার, বেশ কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি স্কুল, ঈদগাহ ময়দান এবং বাজার ব্রহ্মপুত্র নদের জলে তলিয়ে গেছে। বাউসকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে মাটিফাটা গ্রামের প্রায় তিন শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি নদের বুকে তলিয়ে গেছে। গৃহহীন পরিবারগুলো বর্তমানে উন্মুক্ত জায়গায়, রাজপথের ধারে কিংবা সরকারি প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়েছে। বিশেষ করে মাটিফাটা বাজার থেকে ধুবড়ি-মাটিফাটা সংযোগী মাটিফাটা পারঘাট পর্যন্ত এক কিলোমিটার পাকা রাস্তা নদের জলে তলিয়ে গেছে। ফলে ওই এলাকায় মানুষের মনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত অঞ্চলের মানুষ কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, এমন-কি স্থানীয় বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীও ওই সব লোকদের কাছে গিয়ে একবার খবর পর্যন্ত নেননি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী মানুষ।

অন্যদিকে ধুবড়ি থেকেই নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন সাংসদ তথা এআইইউডিএফ-প্রধান মৌলানা বদরউদ্দিন আজমল। অতিমারি কোভিড-১৯-এর অজুহাতে গত এক বছর ধরে ওই কেন্দ্রের মানুষজনের কোনও খবর নিতে যাননি তিনি। অভিযোগ করেছেন ভাঙন দুর্গত মানুষ।

দিল্লিতে বসে রাজ্যকে আক্রমণ নাড্ডা-রবিশঙ্করের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারকে বিগত বাম সরকারের চেয়েও খারাপ বলে দাবি করে তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। শুধু নাড্ডাই নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদও দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথাও জানিয়েছেন। বিজেপি যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সেই উত্তাপের আঁচ পৌছে গিয়েছে সুদূর দিল্লিতেও।

নাড্ডা জানিয়েছেন, এভাবে দমনপীড়ন চালিয়ে বিজেপিকে রোধ করা যাবে না। বিজেপি বাংলায় তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। কোনওভাবেই বিজেপিকে আটকানো যাবে না। বরং এভাবে যতই আক্রমণ বাড়বে, ততই রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বিজেপি আন্দোলন করে যাবে।

নাড্ডা এদিন জানান, গত বাম সরকারের চেয়ে দুটি জায়গাতেই বর্তমান মমতার সরকার এগিয়ে, প্রথম বিষয়টি হল অসংসদীয় হিংসা ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধীদের উপর জুলুম করে বিরোধীতা রোধ করা। বরং তাঁর নেতৃত্বে রাজ্য বিরোধীদের উপর সংগঠিত হিংসা বেড়েছে।

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, যেভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই লাঠিচার্জ করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বিজেপির আন্দোলন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাড্ডার দাবি, যেভাবে এই আন্দোলনের কারণে খোদ নবান্ন পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট মুখ্যমন্ত্রী এই আন্দোলনকে ভয় পেয়েছেন।

জলকামানে জলের বদলে এদিন বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো হয়েছিল জলের সঙ্গে। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতাদের মতে, বিষাক্ত রাসায়নিকের জেরে একাধিক নেতা কর্মীর চোখ, মুখ সহ বিভিন্ন অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩৫২৬জন

কলকাতা, ৮অক্টোবর (হি. স.): গতকালের পর বৃহস্পতি বার ফের একবার লাফিয়ে বাড়ল রাজ্যে দৈনিক সংক্রমনের সংখ্যা। চলতি সপ্তাহে পরপর তিন-চারদিন রেকর্ডসংখ্যক আক্রান্ত হল রাজ্যে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গতকালের তুলনায় আজকে কমেছে সুস্থতার হারও। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৫২৬জন। এদিকে মৃত্যুতেও নতুন রেকর্ড হয়েছে রাজ্যে। এদিন মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জনের। এদিকে মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৭ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই। নতুন করে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে। এদিকে, সংক্রমণ বাড়ার তুলনায় দৈনিক সুস্থতার সংখ্যাও কমেছে। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৭০জন। এদিন সুস্থতার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৯৩শতাংশ। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮হাজার ৮৫৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৮৪হাজার ৩০জন। রাজ্যে

ছয়ের পাতায়

প্রয়াত কালাইনের দীপেন্দ্র নাথ, দুল্লভছড়ায় সম্পন্ন শেষকৃত্য

কালাইন (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইনের তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা দীপেন্দ্রচন্দ্র নাথ (মানব) আর নেই। কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পার্শবর্তী মানব নাথের শিলচর ক্যানসার হাসপাতালে মাস কয়েক আগে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিছুদিন থেকে শারীরিক সমস্যা বেড়ে গেলে ফের সপ্তাহখানেক আগে ক্যানসার হাসপাতালে তাঁকে ভরতি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। স্ত্রী, এক কন্যা, দুই ভাই, দুই বোন, ভগ্নীপতি, ভাতিজা, ভাতিজি, ভাগনে, ভাগিনী সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন প্রয়াত দীপেন্দ্র নাথ।

দীপেন্দ্র নাথ করিমগঞ্জ জেলার দুল্লভছড়া চা বাগানের হাসপাতালে কমপাউন্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আত্মীয়স্বজন, পরিচিত মহল এবং সহকর্মী মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কর্মস্থল দুল্লভছড়ায় আজ (বৃহস্পতিবার) তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা ও বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়েছে।

আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা আমেরিকার

নিউইয়র্ক, ৮ অক্টোবর (হি. স.): আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের আগামী ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে তাদের দেশে ফিরে আসার বিষয়টি প্রত্যাশা করা উচিত। যে স্বল্পসংখ্যক সাহসী সেনা ও নারী আফগানিস্তানে মোতায়েন আছে তারা বড়দিনে দেশে ফিরে আসবে।

এর আগে বুধবার হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও'ব্রায়েন দাবি করেন আগামী বছরের শুরুতেই আফগানিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা ফিরিয়ে আনা হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার দায়িত্বভার নেওয়ার সময় আফগানিস্তানে ১০ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন ছিল। এখন আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা রয়েছে পাঁচ হাজারের কম। আগামী বছর তা আড়াই হাজারে নামিয়ে আনার কথা বলেছিলেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা। ও'ব্রায়েন এও বলেন, মার্কিনিদের ঘরে ফিরে আসা প্রয়োজন। তালেবানের সঙ্গে চুক্তি আফগানদেরই করতে হবে বলেও তিনি জানান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আট সহকারী নিয়ে শুটিংয়ে নায়িকা

আইটেম গানের শুটিং। এক দিনের জন্য ঢাকা থেকে নায়িকা যাবেন ফরিদপুর। দূরের পথে ভয়, সঙ্গে তাই আট সহকারী। একজন নায়িকার সঙ্গে আটজন সহকারী গিয়ে সেটে হাজির হওয়ায় বিব্রত সবাই। কে এই নায়িকা!

ওই শুটিং সেটে উপস্থিত কেউ কেউ বলছেন, একে তো নতুন নায়িকা, এখনো তেমন কোনো আলোচিত ছবি মুক্তি পায়নি তাঁর। তিনি নাকি সঙ্গে করে এনেছেন আটজন সহকারী! এই নায়িকা ঢালিউডের আলোচিত ও সমালোচিত মিষ্টি জান্নাত। ২ অক্টোবর ফরিদপুরে শুরু হয়েছে 'বীরত্ব' ছবির শুটিং। ছবির প্রধান নায়ক-নায়িকা ইমন ও সালওয়া। এই ছবির প্রযোজকের পরের ছবিতে অভিনয় করতে হলে 'বীরত্ব' ছবির আইটেম গানে পারফর্ম করতে হবে। এমন শর্তে রাজি হয়েছেন মিষ্টি জান্নাত।

কিন্তু আটজন সহকারী নিয়ে কেন হাজির হলেন তিনি? জান্নাত জানান, রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত টানা শুটিং করেছেন। আট সহকারীর প্রসঙ্গ উঠতেই কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মিষ্টি জান্নাত। তিনি বলেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট আর ম্যানেজারের টাকা তো ইউনিট দেয় না, আমিই দিই। তাঁদের খাবারও শুটিং ইউনিটের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল।' তবে তিনি এ—ও বলেন, 'ঢাকা থেকে অনেক দূর, আম্মুও ছিল না। তাই এত লোক নিয়ে সেখানে যাওয়া। তা ছাড়া "অন্য সমস্যা"র কারণে আমার একটু প্রোটেকশনও দরকার হয়। মানুষ আমাকে মাঝেমধ্যে হুমকি দিয়েছিল। পরিবারের সবাই এ জন্য ভয়ে আছেন। ঢাকার বাইরে শুটিং থাকলে তাই ভিআইপি প্রোটেকশন থাকে।'বীরত্ব' ছবির শুটিংয়ের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ছিল বলে জানান মিষ্টি জান্নাত। তাই শুটিং ইউনিটের কিছু খাননি তিনি। 'বীরত্ব' ছবির পরিচালক সাইদুল ইসলাম। আর ওই আইটেম গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ভারতের জি বাংলা চ্যানেলের সারেগামাপা চ্যাম্পিয়ন অঙ্কিতা। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ফরিদপুরে ছবিটির শুটিং চলবে।

২ বছরে ১২টি সুপারহিরো সিনেমা

করোনাকালে লকডাউনে প্রায় ছয় মাস বন্ধ ছিল প্রেক্ষাগৃহ। বন্ধ ছিল সিনেমার শুটিংও। স্বল্পপরিসরে শুটিং শুরু হয়েছে, খুলতে শুরু করেছে সিনেমা হল। হলিউড এর ব্যতিক্রম নয়। তবে মুশকিল হয়েছে ছবি মুক্তিতে। পিছিয়ে যাওয়া ছবি এবং নতুন ছবি মিলে আগামী দুই বছরে সুপারহিরো সিনেমার যেন জোয়ার বয়ে যাবে। সুপারহিরো সিনেমার ছবিগুলোর হিসাব—নিকাশ করে দেখা গেছে, আগামী দুই বছর ২০২১ ও ২০২২ সাল হতে যাচ্ছে সুপারহিরো ছবির মেলা।

আগামী দুই বছরে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনির্ভাসের ৮টি সিনেমা মুক্তি পাবে। এর মধ্যে ২০২১ সালে মুক্তি পাবে "ব্ল্যাক উইডো", "সাং—চি অ্যান্ড দ্য লিজেন্ড অব দ্য টেন রিংস", "এটারনালস", "স্পাইডারম্যান: ফার ফ্রম হোম"—এর নাম ঠিক না হওয়া সিকুয়েল। পরের বছর ২০২২ সালে মুক্তি পাবে "থর: লাভ অ্যান্ড থান্ডার", "ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস", "ব্ল্যাক প্যান্থার টু", "ক্যাপ্টেন মার্ভেল টু"।

এর মধ্যে ব্ল্যাক উইডো ও এটারনালস—এর শুটিং শেষ। প্রস্তুত হচ্ছে অন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ছবিগুলোও। সনি পিকচার্স ও ডিসি ফিল্মস তাঁদের ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে আগামী দুই বছরে মুক্তি পাচ্ছে মোট ১২টি ছবি।

২০২১ সালে দেখা যাবে এই সুপারহিরো সিনেমা নিয়ে এমনিতেই উন্মাদনা থাকে। এবার দুই বছরে একসঙ্গেই মুক্তি পাবে এতগুলো সিনেমা।

সুপারহিরো ভক্তদের জন্য এ এক সুখবর বটে। শুধু তা—ই নয়, একই সময়ে মুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে হলিউডের বড় বাজেটের সিনেমাগুলোও।

প্রস্তুত হচ্ছে অন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ছবিগুলোও। সনি পিকচার্স ও ডিসি ফিল্মস তাঁদের ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে আগামী দুই বছরে মুক্তি পাচ্ছে মোট ১২টি ছবি।

সিনেমাগুলো

১৯ মার্চ: মরবিয়াস (সনি পিকচার্স)

৭ মে: ব্ল্যাক উইডো (মার্ভেল স্টুডিওস)

২৫ জুন: ভেনম: লেট দেয়ার বি কারনেজ (সনি পিকচার্স)

৯ জুলাই: সাং চি অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড অব দ্য টেন রিংস (মার্ভেল স্টুডিওস)

৬ আগস্ট: দ্য সুইসাইড স্কোয়াড (ডিসি ফিল্মস)

৫ নভেম্বর: এটারনালস (মার্ভেল স্টুডিওস)

১৭ ডিসেম্বর: স্পাইডারম্যান: ফার ফ্রম হোম সিকুয়েল (সনি পিকচার্স এবং মার্ভেল স্টুডিওস)

ক্যাপ্টেন মার্ভেলের চরিত্রে ব্রি লারসন

ক্যাপ্টেন মার্ভেলের চরিত্রে ব্রি লারসনসংগৃহীত

২০২২ সালে আসছে যেসব সিনেমা

১১ ফেব্রুয়ারি: থর: লাভ অ্যান্ড থান্ডার (মার্ভেল স্টুডিওস)

৪ মার্চ: দ্য ব্যাটম্যান (ডিসি ফিল্মস)

২৫ মার্চ: ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস (মার্ভেল স্টুডিওস)

৬ মে: ব্ল্যাক প্যান্থার টু (মার্ভেল স্টুডিওস)

৮ জুলাই: ক্যাপ্টেন মার্ভেল টু (মার্ভেল স্টুডিওস

রিয়ার ভ্রমণ, স্পার পেছনে সুশান্তর খরচ ৭০ লাখ টাকা

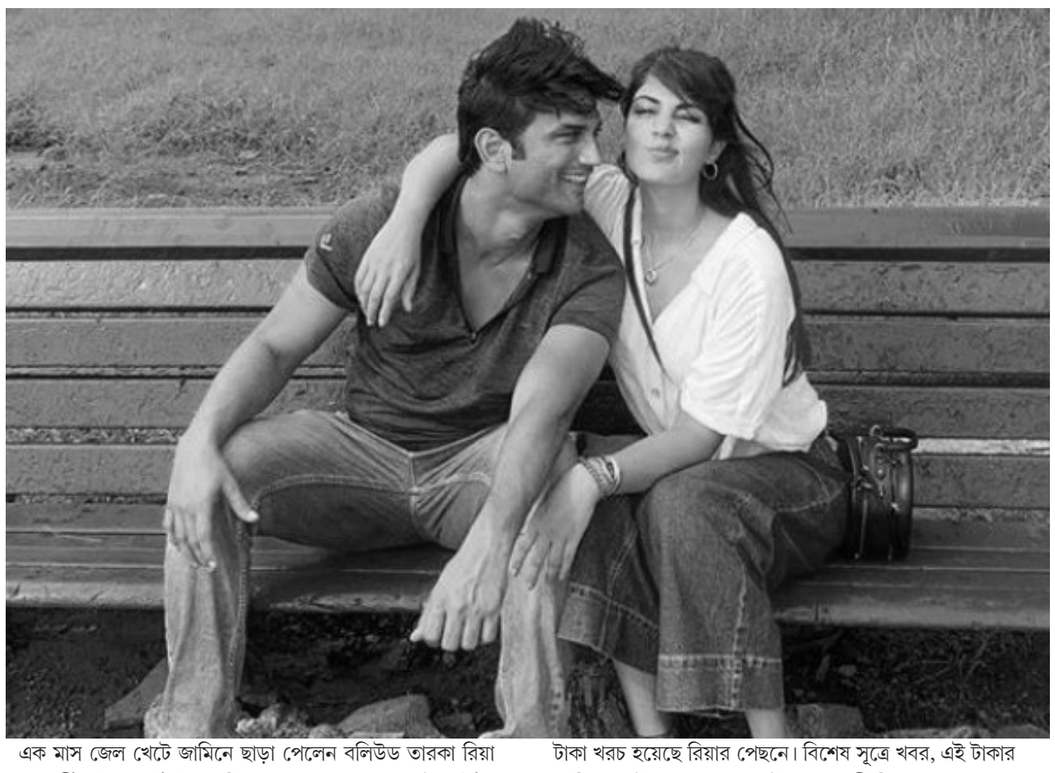

এক মাস জেল খেটে জামিনে ছাড়া পেলেন বলিউড তারকা রিয়া চক্রবর্তী। পাঁচ শর্তে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে বোম্বে হাইকোর্ট। ৭০ পাতার রায়ে বিচারপতি সারাং কোতওয়াল জানিয়েছেন, মাদক ব্যবসায়ীদের চক্রে জড়িত নন রিয়া। এ জামিনের পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন বিষয় সামনে এল। সামনে এল আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সিবিআই নিযুক্ত চিকিৎসকদের প্যানেল ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেখুন নয়, আত্মহত্যাই করেছিলেন সুশান্ত।

গত ৮ সেপ্টেম্বর সুশান্ত মামলার সঙ্গে জড়িত মাদককাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রিয়া চক্রবর্তী।

বুধবার বাইকুল্লা জেল থেকে ছাড়া পেলেন অভিযুক্ত নায়িকা। এক লাখ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন রিয়া। বিচারপতি সারাং কোতওয়াল রায়ে বলেছেন, রিয়া মাদক ব্যবসায়ীদের জালে জড়িয়ে নেই। তিনি যে মাদক নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তাতে আর্থিক বা অন্য কোনো সুবিধার জন্য অন্য কাউকে তা দেননি। তাঁর অপরাধের কোনো ইতিহাস নেই। তাই জামিনে মুক্ত থাকাকালীন তিনি কোনো অপরাধমূলক কাজ করবেন বলে মনে হয় না।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, বলিউডের পেশাদারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাকি মানসিক অবসাদ, রিয়ার প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা অথবা ইন্ডাস্ট্রির নেপোটিজমঠিক কী কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন সুশান্ত, তা—ই আপাতত খতিয়ে দেখবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এ ছাড়া সুশান্তর প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের আত্মহত্যার সঙ্গেও অভিনেতার মৃত্যুর যোগসাজশ খতিয়ে দেখছে সিবিআই। উল্লেখ্য, আত্মহত্যার পূর্বে গুগলে দিশার মৃত্যু নিয়ে সার্চ করেছিলেন সুশান্ত।

সুশান্তের আর্থিক লেনদেনের একটা বড় অংশই খরচ হয়েছে একাধিক সম্পত্তি কেনা, বাইক কিংবা পছন্দের গাড়ি কেনা, কর্মচারীদের বেতন দেওয়া এবং বিভিন্ন কর মেটানোর জন্য। গত পাঁচ বছরে রাজপুতের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৭০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে রিয়ার পেছনে। বিশেষ সূত্রে খবর, এই টাকার বেশির ভাগই ভ্রমণ, স্পা এবং উপহারসামগ্রী কিনতে ব্যয় করা হয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়। সুশান্তর ব্যাংক অ্যাকাউন্টও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এমন কোনো প্রমাণ হাতে আসেনি যাতে বলা যেতে পারে তাঁর টাকা আত্মসাৎ করে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন মামলার মূল অভিযুক্ত রিয়া চক্রবর্তী। বরং তদন্তে জানা গেছে তাঁর আর্থিক লেনদেনের একটা বড় অংশই খরচ হয়েছে একাধিক সম্পত্তি কেনা, বাইক কিংবা পছন্দের গাড়ি কেনা, কর্মচারীদের বেতন দেওয়া এবং বিভিন্ন কর মেটানোর জন্য।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ বছরে রাজপুতের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৭০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে রিয়ার পেছনে।

বিশেষ সূত্রে খবর, এই টাকার বেশির ভাগই ভ্রমণ, স্পা এবং উপহারসামগ্রী কিনতে ব্যয় করা হয়েছিল। তবে রিয়ার বিরুদ্ধে সুশান্তর আর্থিক সম্পত্তি আত্মসাৎ বা নষ্ট করার তেমন কোনো প্রমাণ এখনো মেলেনি। আপাতত সুশান্তর আত্মহত্যার একাধিক কারণগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মকর্তা।

এর আগে বিহার পুলিশের কাছে দায়ের করা এজাহারে প্রয়াত অভিনেতার বাবা কেকে সিং দাবি করেছিলেন, সুশান্তর অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ কোটি টাকা গায়েব। ওই টাকা কোন খাতে গিয়েছে, তার হদিস জানা নেই পরিবারের। অভিনেতার আত্মহত্যার পেছনে বলিউডের নেপোটিজমসংক্রান্ত জল্পনাকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনো কোনো বলিউড পরিচালক বা প্রযোজককে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করেননি গোয়েন্দারা।

তা ছাড়া অভিনেতার মানসিক সমস্যার ওষুধ সেবনের বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত ছিল, নাকি অন্য কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, সে বিষয়ও খতিয়ে দেখছে সিবিআই। তবে আত্মহত্যা করেছিলেন সুশান্ত, এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি সিবিআই বা চিকিৎসকদের পক্ষে।

বিষন্নতা কাটিয়ে আবার গোয়া গেলেন দীপিকা

দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলো তাড়া করেছিল দীপিকা পাড়ুকোনকে। বলিউডের মাদক—কাণ্ডে উঠে এসেছিল তাঁর নাম। তিনি নাকি মাদকসংক্রান্ত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন! মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) সমন, গণমাধ্যমগুলোর ক্রমাগত আক্রমণ, নেট জনতার কটাক্ষসব মিলিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা ছিলেন তিনি। তবে সেসব ঝেড়ে ফেলে আবার জীবনের পুরোনো ছন্দে ফিরছেন দীপিকা।

শকুন বাত্রার পরের ছবির জন্য গোয়াতে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন দীপিকা। এনসিবির জরুরি তলবে তড়িঘড়ি করে নিজের অংশের শুটিং স্থগিত করেছেন। গোয়া থেকে ছুটে এসেছিলেন মুম্বাইয়ে। শহরে পা রেখে তিনি এবং তাঁর জীবনসঙ্গী রণবীর সিং এক ডজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তবুও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রশ্নবাণের মুখে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। এমনকি তাঁদের জেরায় অন্তত তিনবার কান্নায় ভেঙে পড়েন বলিউডের এই 'পদ্মাবতী'। দীপিকার মুঠোফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল তদন্ত সংস্থাটি। সব মিলিয়ে একরাশ বিষণতায় ডুব দিয়েছিলেন তিনি। তবে এখন সবকিছু কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে চলেছেন দীপিকা। লকডাউনের আড়মোড়া ভেঙে কাজে ফিরেছিলেন দীপিকা। তবে এনসিবির তলবে মাঝপথে শুটিং ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। তাই গোয়া ছেড়ে মুম্বাইয়ে এসেছিলেন এই বলিউড অভিনেত্রী। খবর অনুযায়ী, আবার মুম্বাই ছাড়তে চলেছেন দীপিকা। শকুন বাত্রার ছবির শুটিংয়ের জন্য বুধবার গোয়া গেলেন দীপিকা।

তবে দীপিকার অনুপস্থিতিতে শুটিং বন্ধ রাখেননি পরিচালক। তিনি এই ছবির অন্য দুই অভিনয়শিল্পী সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং অনন্যা পান্ডের অংশের শুটিং সেরেছেন। দীপিকা আবার তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন। এনসিবি জানিয়েছে, আপাতত আর ডাকা হবে না দীপিকাকে।

দীপিকাকে সর্বশেষ দেখা গেছে মেঘনা গুলজার পরিচালিত 'ছপাক' ছবিতে। ছবিটা সফলতার দেখা পায়নি। তাঁর অভিনীত 'এইট্টি থ্রি' ছবিটি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। কবির খান পরিচালিত এ ছবিতে স্বামী রণবীর সিংয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে দেখা যাবে তাঁকে। বিয়ের পর প্রথমবার তাঁরা পর্দায় আসতে চলেছেন।

করোনা মুক্ত হয়ে দুবাইয়ে হানিমুনে যাচ্ছেন নায়িকা

হানিমুনের উদ্দেশে দুবাই যাচ্ছেন নায়িকা তমা মির্জা। বিয়ের পর থেকেই হানিমুনে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ব্যস্ততার কারণে এত দিন যাওয়া হয়নি। এবার নতুন স্বাভাবিকে বরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছেন তিনি। সম্প্রতি কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এই অভিনেত্রী ও মডেল।

তমা মির্জার স্বামী হিশাম চিশতী একজন ব্যবসায়ী, বাস করেন কানাডার টরন্টো ও বাংলাদেশে। গত মাসের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি দেশে এসেছেন। এক বছরের বেশি সময় হলো তাঁরা বিয়ে করেছেন। কিন্তু একত্রে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় পাননি। তমা মির্জা চেয়েছিলেন, বিয়ের এক বছর পূর্তিতে দুজনে বেড়াতে যাবেন। করোনার লকডাউনের কারণে সেটাও হয়নি।এখন নতুন স্বাভাবিকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হানিমুনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই নায়িকা। তিনি বলেন, 'পরিকল্পনা করে আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। আমার বরের হাতে যখন সময় থাকে, তখন আমি শুটিংয়ে ব্যস্ত।আবার আমার হাতে যখন সময় থাকে, তখন তাঁর সময় থাকে না। এ ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। এ কারণে এবার পরিকল্পনা করেছি হানিমুনে যাব।' ১১ অক্টোবর সাত দিনের জন্য দুবাই যাচ্ছেন এই দম্পতি। গত জুলাই মাসে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তমা। সেই সময় টানা ২৫ দিন চিকিৎসা নিয়ে করোনামুক্ত হন তিনি। তাঁর বাবা, মা ও গাড়ির ড্রাইভারও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে তাঁর বর এখনো সুস্থ আছেন। তাঁর জন্য কিছুটা চিন্তিত তমা। তিনি বলেন, 'আমার বর এখনো সুস্থ। তাঁর এখনো করোনা হয়নি। তাঁকে নিয়ে কিছুটা চিন্তায় আছি।'গত বছরের ৯ মার্চ তমা মির্জার বাগদান হয়। এরপর ৬ মে রাজধানীর গুলশানের একটি কনভেনশন সেন্টারে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তমা বলেন, 'আমার বর এখন দেশে আছেন। আমিও কাজ শুরু করিনি। তাই দুজনের হাতে পর্যাপ্ত সময় আছে। এখন নতুন স্বাভাবিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি হানিমুনটা সেরেই আসব।'করোনার প্রকোপ এখনো কমেনি। এ সময় হানিমুনে যাওয়া কতটা যুক্তিসংগত, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দুবাই যাব। সেখানে যাওয়ার পর আমাদের করোনা পরীক্ষা করতে হবে। নিরাপদে থাকার সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করি, সমস্যা হবে না।'তমা মির্জা বর্তমানে 'তমার প্রিয়তমা' নামে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। ২০১০ সালে এম বি মানিক পরিচালিত 'বলো না তুমি আমার' ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঢালিউডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। 'মনে প্রাণে আছো তুমি', 'পালাবার পথ নেই', 'মানিক রতন দুই ভাই', 'ছোট্ট সংসার' ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। শাহনেওয়াজ কাকলী পরিচালিত 'নদীজন' ছবিতে অভিনয় করে পার্শ অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তমা মির্জা।

বৃহস্পতিবার হেরিটেইজ পার্কে বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ছবি- নিজস্ব।

তৃণমূল নেতা খুনের উদ্যেশে ধৃত তিন বাংলাদেশী সুপারী কিলারের ১২ দিনের পুলিশি হেফাজত

বোলপুর, ৮ অক্টোবর(হি. স.) : বীরভূমের নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল সেখকে খুন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে সুপারি কিলার বাসা বেঁধেছিল বোলপুর সংলগ্ন তালতোর গ্রামে। পুলিশ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে। তার মধ্যে ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং দুজন স্থানীয় দুষ্কৃতী ছিল। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে, কাজল সেখকে হত্যা করার জন্য একটি চক্র কাজ করছিল। যারা আসামি ছিল তাদের ১৬১ ধারায় জিজ্ঞাসা বাদ করার পর ৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করে। এই আসামীরা হলেন জাহিরুল সেখ, নাসিম সেখ ও হাফিজুল সেখ। তারা স্বীকার করেছে এই চক্রে যারা যুক্ত আছে, তাদেরকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। এছাড়াও গোপন অস্ত্র শস্ত্র, বোমা বারুদ উদ্ধারে সাহায্য করবে। তারপর পুলিশ আদালতের কাছে অভিযুক্তদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে। বোলপুর এ সি জে এম অয়ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযুক্তদের ১২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন, বলে জানান সরকারী আইনজীবী শ্যাম সুন্দর কোনার।

উল্লেখ্য, ধৃত ছয়জনের মধ্যে হলো বাংলাদেশের ঢাকার রায়ের বাগের রফিক ফকির ওরফে বাবু সরকার, ঢাকার বেলোয়ার হুসেন ওরফে বিলাল, ঢাকার ভুঁইয়া পাড়ার মহঃ দেলা মিঞা ওরফে দিলওয়ার মিঞা, ঢাকার রামপুরের মহম্মদ মুরাদ মুন্সী।বাংলাদেশী চার জন ছাড়াও পুলিশ বোলপুর এলাকার দুজন কে গ্রেপ্তার করে। এরা হল বোলপুরে খোস কদমপুরের বাসিন্দা সৈয়দ আনোয়ার আলি,এবং বোলপুরের মুলুক গ্রামে বাসিন্দা কাজল শেখ। শান্তিনিকেতনের তালতোরে একটি ভাড়া বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছিল তারা।

শান্তিনিকেতন থানার প্রান্তিক এলাকার তালতোড গ্রামে মাঠের শেষ সীমানায় দিলীপ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া নিয়ে থাকত ওই দুষ্কৃতী দলটি। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ৫ আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ২ টি ওয়ান শার্টার, ১টি ৯ এম এম, ২ টি ৭এম এম, ৫ কেজি ৬০০ বিস্ফোরক, বোমা তৈরির মশলা, সাতটা টাইমারও উদ্ধার করে পুলিশ।

বেহাল অর্থনীতি থেকে নবান্ন লাগাতার বন্ধ, সমালোচনা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : রাজ্যের বেহাল অর্থনীতি, নবান্ন লাগাতার বন্ধ প্রতিটি ঘটনার সমালোচনা করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "আজ পাড়ার ব্যাংকে গিয়ে শুনি, এক মহিলা বলছেন, এপাড়ায় শুধু বুড়ো আর বুড়ী। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে বিদেশে চলে গেছে, নিদেনপক্ষে ব্যাঙ্গালোর মুম্বাই গুরুগ্রাম। লোক বাড়ছে না ? বাড়ছে। বাড়ছে রাজাবাজারে, মেটিয়াবুরুজে, তপসিয়ায়, কলাবাগানে, এন্টালিতে। সর্বনাশ আর বেশি দূরে নয়।

অপর একটি টুইটে তিনি এদিন লিখেছেন, "আজ ও কাল (বৃহস্পতি ও শুক্রবার) বন্ধ থাকবে নবান্ন।শনি ও রবিবার তো এমনিতেই বন্ধ! অর্থাৎ এক নাগাড়ে চার দিন। এর পরে আবার পুজো আসছে ! একে কি বলবেন? ছুটিতন্ত্র? মচ্ছবতন্ত্র? নিষ্কর্মাতন্ত্র? এর পর উন্মাদ ছাড়া এই রাজ্যে কেউ বিনিয়োগ করবে? না ! বিনিয়োগও হবে না চাকরিও হবে না।

প্ররোচনা সত্ত্বেও পুলিশ শান্তভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে, দাবি মুখ্য সচিবের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.): বৃহস্পতিবার বিজেপির নবান্ন অভিযান মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতা হাওড়া সহ পার্শবর্তী এলাকায়। বিজেপি তরফে অভিযোগ করে জানানো হয় পুলিশ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর অকারণে লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ছুড়েছে। তবে এর পাল্টা দাবি করে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্ররোচনা সত্ত্বেও পুলিশ শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে।

এদিন বিজেপি নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল। হেস্টিংস সহ একাধিক জায়গায় বিজেপির মিছিল ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশের তরফে লাঠিচার্জ করা হয়। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান। এরপরে বিজেপির তরফ এ অভিযোগ করে জানানো হয় পুলিশ নির্বিঘ্নে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। কেমিক্যাল মেশানো জলকামান ছড়ার ফলে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা আহত হয়েছেন প্রবলভাবে। যদিও এর পাল্টা দাবি করে পুলিশ জানিয়েছে বিজেপি তরফে আগ্নেয় অস্ত্র ও বোমা ছোড়া হয়েছে মিছিলে। এমনকি একটি আগ্নেয় অস্ত্র মিছিল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ভবানী ভবন থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'কলকাতা এবং হাওড়ায় বিজেপির অভিযানকে কেন্দ্র করে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তাতে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ যেভাবে শান্ত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে তা প্রশংসনীয়।' মুখ্য সচিব আরো জানান, 'আজকের অভিযানে বেশ কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। প্ররোচনামূলক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছু পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন'। এরপরই তিনি বলেন, কলকাতা পুলিশ এলাকায় ৮৯ জন এবং হাওড়া পুলিশের এলাকায় ২৪ জন কে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত খতিয়ে দেখে এদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৮ অক্টোবর জেআইএস''র পাঁচ কলেজে ভর্তির প্রবেশিকা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.): জেআইএস একাডেমিতে ফের শুরু ভর্তির প্রস্তুতি। আগামী ১৮ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশিকা অনুসারে জেএইএস গ্রুপের পাঁচটি কলেজের সংরক্ষিত আসনে প্রবেশিকা পরীক্ষা শুরু হবে। সিইই এএমপিএআই এবং এএমপিএআই মাস্টার্সের প্রোকটরড ভিত্তিক অনলাইন এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার জেআইএস গ্রুপের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা ঘোষনা করা হয়।

মূলত দেশের যেকোনও প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। যেসমস্ত শিক্ষার্থীরা এবছর জেইই মেইন বা রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসতে পারেনি, তারা আরও একটি সুযোগ পাবে ইঞ্জিনারিং কিংবা ফার্মেসি পড়ার ক্ষেত্রে। ফর্ম পূরণ করা যাবে ১৪ অক্টোবর বিকেল ৪টে পর্যন্ত। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত সাত বছর ধরে সিইইএএমপিএআই এবং এএমপিএআই মাস্টার্সের প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেআইএস গ্রুপের পাঁচটি কলেজে। যথাক্রমে জেআইএস কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (কল্যাণী), নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আগরপাড়া), গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (সোদপুর), গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (সোদপুর) এবং ডঃ সুধীর চন্দ্র সুর ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (দমদম)-এ। বি টেক এবং বি ফার্মের ৭২২টি আসনের জন্য ১১টি বিষয়, এম টেকের আটটি বিষয় এবং এম ফার্ম, এমবিএ ও এমসিএর ১১৭টি আসনের জন্য তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা হবে।অতিমারি শুরু হওয়ার পর প্রথম কোনও অনলাইন প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের তত্ত্বাবধানে, যার নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: সৈকত মৈত্র। জেইই মেইন বা রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা এ বছর তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিহার, ঝাড়খন্ড, ত্রিপুরা, অসম এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যেগুলির যেসব পড়ুয়ারা পরীক্ষায় বসতে পারেনি, এটা তাদের কাছে একটি বাড়তি সুযোগ ফের পরীক্ষায় বসার। এএমপিএআই-এর আহ্বায়ক বিদ্যুৎ মজুমদার বলেন 'দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না এবং সেই জন্যই আমরাও পরীক্ষাথীদের সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।' অনলাইন এবং অফলাইন, দু'ভাবেই পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করা যাবে। এ ব্যাপারে বিশদে জানতে ছাত্রছাত্রীদের ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.থ্দ্বদুষ্কদ্র ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

এই ঘোষণার সঙ্গে জেআইএস গ্রুপের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে জুন মাসে ঘোষিত 'জেআইএস-আইডিয়া-ও-মিটার' প্রকল্পের আওতায় যারা তাদের প্রজেক্টের জন্য বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁরাও তাঁদের প্রাপ্য অঙ্ক পাবেন নিজস্ব প্রজেক্টের জন্য। ''জেআইএস আইডিয়া-ও-মিটার'' ছিল একটি অনলাইন গণ-অর্থায়ন (ক্রাউডফান্ডিং) প্ল্যাটফর্ম যা কিনা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্ব ভারতে এই প্রথম। যেখানে কোনও ব্যক্তি নিজ উদ্ভাবনী দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলেন যার সঙ্গে ছিল গণ-অর্থায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ।

বিজেপির নবান্ন অভিযানে পুলিশের তাড়া খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরেন বৃদ্ধ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): বৃহস্পতিবার বিজেপির নবান্ন অভিযানে বেঁধে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। পুলিশ বিজেপি কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজপথ। নবান্নমুখী বিজেপি নেতা-কর্মীদের রুখতে কোথাও লাঠিপেটা কোথাও জলকামান পুলিশের। এরই মধ্যে পুলিশের তাড়া খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরেন এক বৃদ্ধ।

হাওড়া ব্রিজের দিক থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে বিজেপি কর্মীরা চলে আসেন বড়বাজারে। জমায়েত হঠাতে বড়বাজারে লাঠিচার্জ চালায় পুলিশ। আর তাতেই পুলিশের তাড়া খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরেন বৃদ্ধ। বাবার সাথে পরে জন তার মেয়েও। দুই পুলিশকর্মী এসে তাদের মাটি থেকে তুলে সাহায্য করেন।

পুলিশের সংযম রক্ষার কারণেই অশান্তি এড়ান গেছে : মুখ্যসচিব

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.): বৃহস্পতিবার বিজেপির নবান্ন অভিযানের স্বরাষ্ট্র দফতরের অনুমতি দিয়েছিল। তবে বিজেপি সেই নিয়ম ভঙ্গ করেছে। বৃহস্পতিবার ভবানী ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং পুলিশ সংযম দেখিয়েছে বলেই অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হওয়া থেকে এড়ানো গেছে বলে এদিন দাবি করেছেন আলাপন বাবু।

বৃহস্পতিবার বিজেপির নবান্ন অভিযান মিছিল ঘিরে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় হাওড়া কলকাতা সহ পার্শবর্তী এলাকায়। হেস্টিংস সহ বেশ কিছু এলাকায় মাঝপথে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকায় পুলিশ। এরপর বিজেপি তরফে সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হলে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। হাওড়া ব্রিজ থেকে ছোড়া হয় জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস। বিজেপি তরফে অভিযোগ করে জানানো হয় পুলিশের জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিজেপি কর্মীরা।

বিজেপির এই একগুচ্ছ অভিযোগের পর এই সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের মুখ্য সচিব ও ডিজি বীরেন্দ্র। সেখানে মুখ্য সচিব জানান, 'আমরা নিয়ম মেনে বিজেপিকে মিছিলের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু মিছিলে বিধিভঙ্গ হয়েছে। একসঙ্গে ২৫ হাজার মানুষ জমায়েত করেছেন। বিজেপির মিছিল মহামারী আইনের পরিপন্থী। এই অবস্থায় পুলিশ সংযম দেখিয়েছে বলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি'।

পুলিশি আক্রমণ নিয়ে রাহুল সিনহার প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিজেপি-র মহাকরণ অভিযানে রাহুল সিনহা অংশ নেন নি। বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদককে রাহুলবাবু নিজে এ অভিযানে তাঁর অংশ না নেওয়ার খবর জানান। কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সমাবেশে থাকছিনা। এটুকুই থাক!"

রাহুলবাবু এদিন বিজেপি-র আন্দোলনের পর এর যৌক্তিকতা নিয়ে মন্তব্য না করলেও হিংসার অবসান প্রার্থনা করলেন। তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর পুলিশ যেভাবে হিংসাত্মক আক্রমণ করেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা হিংসার অবসান চাই। গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু আজ পুলিশের একপেশে আক্রমণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। হিংসার অবসান হোক হিংসার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ সোচ্চার হোক।"

পাড়ুইয়ে বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেফতার আটজন

সিউড়ি, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : বীরভূমের পাড়ুইয়ে বোমাবাজির ঘটনায় আটজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি শেখ সামাদ সহ চারজন বিজেপি নেতা কর্মী। বাকিরা তৃণমূলের কর্মী। বিজেপির মিছিল লক্ষ্য করে বোমাবাজি হয় এমনই অভিযোগ করে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। নাগাড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল।

পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করে বীরভূমের প্রতিটি থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচি নেয় বিজেপি। ওই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাড়ুই। হঠাৎই বোমার শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। বিজেপির পক্ষ্য থেকে অভিযোগ করা হয় তাদের মিছিল কতে স্মারকলিপি দিতে যাওয়াকে ভেস্তে দিতেই তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা বোমাবাজি করে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় বিজেপি বোমাবাজি করেছে। ওই ঘটনার পরই পুলিশের ততপরতা শুরু হয়। পাড়ুই থানার পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে চারজন বিজেপি। বাকি চারজন তৃণমূল। গ্রেফতারের তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি শেখ সামাদ। তার গ্রেফতারীকে ঘিরেই চড়ছে রাজনিতির পারদ। বৃস্পতিবার সিউড়ি আদালতে ধৃতদের তোলা হয়। তখন উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। তিনি বলেন, 'আমাদের দলের কর্মীদের লক্ষ্য করে তৃণমূল বোমা ছুড়ল। অথচ পুলিশ শেখ সামাদ সহ চারজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ বিজেপিকে আটাকাতে চাইছে। সেজন্যই মিথ্যা মামলায় সামাদের মত নেতাকে ও তিনজন নিরিহ কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে'। এরপরই শ্যামাপদ মন্ডল হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, ' আমরা নাগাড়ে আন্দোলন করব। পুলিশ ব্যালেন্সের রাজনীতি করছে '। অবশ্য তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ' বিজেপির দুস্কৃতিরা বোমাবাজি করেছে। পুলিশ আমাদের দলের চারজন নিরিহ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে '।

এদিকে বৃস্পতিবার পাড়ুইয়ের ঘটনায় ধৃতদের সিউড়ি আদালতে তোলা হয়। পুলিশ দশ দিনের জন্য ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানায়। বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। আইনজীবী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ' পাড়ুইয়ের ঘটনায় আটজনকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত '। এদিন আদালত থেকে বের হওয়ার সময় শেখ সামাদ বলেন, ' বোমা খেলাম আবার গ্রেপ্তারও হলাম'।

সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে জুড়ল আইএফএ-র নাম

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে ফুলবাগান মেট্রো স্টেশন। এরই মাঝে এবার সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে জুড়ল আইএফএর নাম। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে জুড়ল আইএফএ-র নাম।

সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে শতবর্ষ প্রাচীন আইএফএ-র নাম জুড়ে নয়া ইতিহাস তৈরি হল। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার মনোজ জোশী। স্টেশনের ভিতর ফুটবলের দুই কিংবদন্তি প্রয়াত চুনী গোস্বামী এবং পি কে ব্যানার্জির ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকান কবি লুইস গ্লাক

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.): সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকান কবি লুইস গ্লাক। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ ২০২০ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ কমিটি। তাঁর অসামান্য কাব্যভাষ্য ও দার্শনিক সৌন্দর্যবোধ ব্যক্তি সত্তাকে সার্বজনীন করে তোলে, জানিয়েছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি।

বৃহস্পতিবার সাহিত্যে নোবেল প্রাপকের নাম ঘোষণা করার সময় অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্ডার্স অলসন জানিয়েছেন, 'গ্লুকের ভাষ্য মধুর এবং আপসহীন। তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় যে, তিনি নিজেকে প্রাঞ্জল করতে সচেষ্ট। একই সঙ্গে তাঁর লেখায় পাওয়া যায় হাস্যরস ও তীক্ষ্ণ কৌতুকের সংমিশ্রণ।' কমিটি আরও জানিয়েছে, 'যদিও গ্লুকের অধিকাংশ কাজেই আত্মজীবনীমূলক প্রেক্ষিত লক্ষ্যণীয়, কিন্তু তাকে কিছুতেই স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তিনি সার্বজনীন স্বীকৃতি চান। তাঁর লেখায় প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট ধরা পড়ে। পারিবারিক জীবন, খেলাচ্ছলে প্রকাশিত বৌদ্ধিক বিভা এবং রচনায় পরিস্ফূট সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিচ্ছুরণ।'

প্রসঙ্গত, নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে ১৬তম মহিলা বিজেতা হলেন এই মার্কিন কবি। এবার নোবেলের মঞ্চে নারীশক্তি জয়জয়কার। ২০২০ সালে ঘোষিত চারটি নোবেল পুরস্কারের মধ্যে তিনটিই একক বা যুগ্মভাবে জিতেছেন কোনও না কোনও মহিলা। এবারের কৃতী মার্কিন কবি লুইস গ্লাক। ১৯৬৮ সালে লুইসের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়, নাম — ফার্সবর্ন। তাঁর এই সাহিত্য প্রথম থেকেই তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। মার্কিন সমসাময়িক লেখর-লেখিকাদের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। এক, পারিবারিক জীবন। দুই, খুব সাধারণভাবে বৌদ্ধিকভাবনার বিকাশ ও তিন, আত্মজীবনীমূলক লেখার ধারা।

ইউপির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করবেন না : অনুব্রত মণ্ডল

নলহাটি, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটা দলিত মেয়েকে ধর্ষণ করল। তারপর মেয়েটিকে নৃশংস ভাবে খুন করলো। মেয়েটার লাশটাকে তার পরিবারের হাতে দিল না। তাকে জোর করে পুলিশে পুড়িয়ে দিল। ওখানে শাসন ব্যবস্থা আছে? ওখানে তো বিজেপি সরকার। যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার এভাবেই নলহাটি ২ ব্লকের নব হিমায়েতপুরে তৃণমূলের বুথ ভিত্তিক সম্মেলনে বিজেপির নবান্ন অভিযানকে কটাক্ষ করলেন অনুব্রত মণ্ডল। এদিন নলহাটি ২ ব্লকের ভদ্রপুর ১, নোয়াপাড়া ও শীতলগ্রামসহ মোট তিনটি অঞ্চলের বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন ছিল। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, ব্লক সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিনের সম্মেলনে নবান্ন অভিযানকে কটাক্ষ করতে গিয়ে বিজেপিকে ভেড়ার দল বলেন অনুব্রত। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবনতির দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে , উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের মনীষার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে অনুব্রত বলেন, মা বাবা তার মেয়েকে দেখবে না? মা বাবা মুখে আগুন দেবে না।পুলিশ দেবে মুখে আগুন? আবার জেলা শাসক হুমকি দিচ্ছে- দেখে নেব। আইন ব্যবস্থা আছে? পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা করলে হবে? কটা ছাগলের দল, ভেড়ার দল গেছে নবান্ন অভিযানে। চোখ বুজে থাকবে। ভেড়া যেমন রাস্তায় গাড়ি পেরোলে চোখ বুজে দেয়, ভাবে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমার কিছু হবে না। ওখানে গিয়েও একই ব্যাপার হবে।

এদিনের সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে কম ভোট পড়া প্রসঙ্গে এক বুথ সভাপতিকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, পঞ্চায়েতে একশো দিনের কাজ পায় না তফশিলি অধ্যুষিত এলাকার মানুষ। তাই বিগত লোক সভা নির্বাচনে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই প্রেক্ষিতে ব্লক সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী জানান, দুর্নীতি রুখতে শুধু মাত্র নতুন পুকুর কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এবার পুরাতন পুকুর কাটার অনুমতি এসেছে। তাই ওই সমস্যা মিটে যাবে। অন্যদিকে, এদিন রামপুরহাটে বিজেপি সহ বিভিন্ন দলের একশো পরিবার দলীয় কার্যালয়ে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা গ্রহণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হন, বলে জানা গেছে।

সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য শান্তিপূর্ণ ধর্না

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলায় জেলা শাসক অফিসে আমাদের দাবিকে সামনে রেখে ২৩টি জেলায় অনির্দিষ্টকালের ধর্না কর্মসূচি সংঘটিত হচ্ছে। চুঁচুড়া বড় ঘড়ির মোড়ে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ছিল দ্বিতীয় দিন।

সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় সোশ্যাল অডিট ভিলেজ রিসোর্স পারসনদের (এসএভিআরপি) সিস্টেমের মধ্যে আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সিস্টেমের মধ্যে সোশ্যাল অডিট ভিলেজ রিসোর্স পারসন দেরকে আনা হয়নি।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, বর্তমানে সোশ্যাল অডিট ভি আর পি র অবস্থা খুবই করুন। ২০১৫-১৬ অর্থ বর্ষে তাঁদের পরীক্ষা পদ্ধতি মেনে নিয়োগ করা হয়েছিল সামাজিক নিরীক্ষা কাজ করার জন্য। মূলত এমজিএনআরইজিএ , বাংলা আবাস যোজনা, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প প্রভৃতির উপর। বছরে দুবার কাজ হবার কথা থাকলেও , বর্তমানে একবার মাত্র সামাজিক নিরীক্ষা কাজ দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে মে মাসে বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য দিয়ে ভিআরপি-দের বছরে মাত্র ৬০ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছিল , পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচিতে। দৈনিক মজুরি ছিল ১৫০ টাকা। রাজ্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে আমরা রাসমণি রোডে সমাবেশ এবং নবান্ন অভিযান করেছি। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে মাননীয়া দিদি আমাদের ২৪০ দিন কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। যার বর্তমান মজুরি প্রতিদিন মাত্র ১৭৫ টাকা অর্থাৎ মাসে মাত্র তিন হাজার পাঁচশত টাকা। তাও প্রতি মাসে নিয়মিত আমরা পাইনা।

সারাবাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠন হুগলি জেলা কমিটির সভাপতি হরিসাধন রুইদাস জানান, ২০১৫-'১৬ সালে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি মেনে গ্রামীন সম্পদ কর্মী হিসাবে সামাজিক নিরিক্ষার কাজের জন্য নিয়োগ হয়েছিলাম। যে কাজ বছরে দু'বার হওয়ার কথা, বর্তমানে বছরে একবার-ই আমাদের সেই কাজ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আমদের বছরে ২৪০ দিন পতঙ্গবাহিত রোগ নির্ণয়ের কাজ করার মত সুযোগ করে দিয়েছেন। সেই কাজ আমরা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করি এবং দিনের শেষে মাত্র ১৭৫ টাকা পারিশ্রমিক পাই। আমরা মাসে ২০ দিন কাজ পাই অর্থাৎ মাসে ৩,৫০০ টাকা সম্মানিক হিসাবে পেয়ে থাকি। এসএভিআরপিরা (গ্রামীন সম্পদ কর্মী) করোনা নিয়ন্ত্রণ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করেন যেমন জয় বাংলা খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, আমপান পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানুষকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, ভোটার ভেরিফিকেশন, কৃষক বন্ধু , ফসল বীমা, বাড়ি বাড়ি ফুড কুপন বিতরন প্রভৃতি। এমত অবস্থায় আমরা এবং আমাদের পরিবার অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপন করছি।

মিছিলে অসুস্থ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তিত দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): বিজেপির নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয় মহানগরী জুড়ে। মিছিল এগোতেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। কিন্তু ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এগোনোর চেষ্টা করাতেই পুলিশের তরফে নীল রঙের জলকামান ছোড়ে। আর তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতায় চিন্তিত রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।বিক্ষোভরত বিজেপি কর্মী—সমর্থকদের রুখতে মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের

ছয়ের পাতায়

করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কায় কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু রাজ্যের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : অতিমারীর প্রকোপ ঠেকাতে সব জেলাকে সতর্ক করল রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর। একই সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া হল কিছু পদক্ষেপ।

আগামী দেড়মাস আরও বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কোভিড হাসপাতালে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবনে এক প্রস্ত বৈঠক হয়। শুধুমাত্র পুজোর প্রস্তুতির জন্য সরকারের কোষাগার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হবে বলে অনুমান স্বাস্থ্যকর্তাদের। এর আগে, পুজোয় করোনা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলা স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অজয় চক্রবর্তী-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা। সূত্রে খবর, করোনার প্রকোপ ঠেকাতে জরুরি ভিত্তিতে আরও ৪৩৫টি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা কেনার বরাত দেওয়া হবে কয়েক দিনের মধ্যেই। এখন এমন ৪১০টি যন্ত্র কাজ করছে বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে। ২৩৫টি আইসিইউ, এইচডিইউ বেড বাড়বে। পরে স্বাস্থ্য অধিকর্তা বলেন, "পুজোর সময় করোনার প্রকোপ বাড়বে। উৎসবে সামাজিক দূরত্ব কতটা মানা হবে, তাতে সন্দেহ আছে। তাই জরুরি ভিত্তিতে অক্সিজেন সরবরাহ যেমন বাড়ানো হবে, তেমন সিসিইউ, এইচডিইউ বাড়ানো হবে।"

এখানকার হাসপাতালের চিকিৎসকদের কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ এবং বেলেঘাটা আইডিতে কোভিড প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে শীঘ্র। কয়েকদিনের মধ্যে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে বেড বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। সব জেলায় একজন মেডিক্যাল সুপারভাইজার, এবং একজন প্রোটোকল ক্লিনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হবে।

৪৩তম বছরে ''মানবতার পুজো'' দমদম তরুণ দলের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর(হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। শহর জুড়ে পুজো পুজো রব। কারণ আর একদম অল্প সময়ে রয়েছে হাতে। ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেল গুলো প্রস্তুতি তুঙ্গে। আর এই বছর দমদম তরুণ দল মাতছে ''মানবতার পুজো''-এ।

এই বছর ৪৩তম বছরে পা দিল তরুণ দলের পুজো। যদি চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। আদতে পুজো হওয়া সম্ভব কি সম্ভব নয় সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল পুজো উদ্যোক্তাদের। তবে অবশেষে বেশ কিছু নিয়ম মেনে হবে পুজো। করোনা আবহে সেই নিয়মে বলা হয়েছে যদি প্যান্ডেলের চারপাশ খোলা থাকে তাহলে ছাদ ঢাকতে আর যদি ছাদ ঢাকা থাকে তাহলে চারপাশ খোলা রাখতে।আর

তাই এবার এই কঠিন পরিস্থিতিতে এই বছর ''মানবতার পুজো''-য় মাতছে দমদম তরুণ দল।

গলসিতে মিড ডে মিলে পোকা ধরা ছোলা দেওয়ার অভিযোগে ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা

গলসি, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা অতিমারির মধ্যে পড়ুয়াদের পুষ্টির কথা ভেবে ছোলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের মিড ডে মিল দফতর। অগস্ট মাস থেকে মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের ১ কেজি আলু ও সঙ্গে ১ কেজি ছোলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মতো পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছে ছোলা। তবে, গলসির বিদ্যালয় গুলিতে যে ছোলা ইতিমধ্যে পৌঁছেছে তা দেখে কার্যত চোখ কপালে উঠেছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের। তাই তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পোকায় খেয়ে নেওয়া ও ছত্রাক ধরে যাওয়া ছোলা পড়ুয়াদের হাতে তুলে তাঁরা অবিভাবকদের রোষের মুখে পড়তেচান না। এই পরিস্থিতিতে মিড ডে মিল দপ্তর কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকেই এখন তাকিয়ে গলসির শিক্ষকমণ্ডলী ও পড়ুয়ারা।

গলসি ২ ব্লকে ১৬৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৭,৮৩৭ জন। ইতিমধ্যে ব্লকের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছে মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ ছোলা। ৯ অক্টোবর থেকে ধারাবাহিক ভাবে সেই ছোলা বিলি হওয়ার কথা। গলসির অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এদিন বলেন, মিড ডে মিলের জন্য যে ছোলা পাঠানো হয়েছে তা পোকায় খেয়ে নিয়েছে। তাছাড়াও, ছোলায় ছত্রাক জন্ম গিয়েছে। এই ছোলা খেয়ে পুষ্টি তো দূরের কথা উল্টে পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে শিক্ষকরা মনে করছেন। ছোলা বিদ্যালয়ে পৌঁছনোর পরেই শিক্ষক শিক্ষিকারা তার মান নিয়ে গলসি ২ ব্লক বিডিও দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। শিক্ষক শিক্ষিকারা ওই ছোলার ছবি তুলে জেলার বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপেও পাঠিয়েছেন। ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের ও স্কুল পরিদর্শককে শিক্ষক শিক্ষিকারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ছত্রাক ধরে যাওয়া ও পোকায় খেয়ে নেওয়া ছোলা পুড়ায়াদের বিলি করে তাঁরা অবিভাবকদের রোষের মুখে পড়তে চান না। কারণ ওই ছোলা মানুষের খাবার যোগ্য নয়। অতি নিম্নমানের ছোলা যারা সাপ্লাই দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি প্রশাসনের কর্তাদের জানিয়েছেন গলসির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

জলকামানে নিতান্তই হোলির রং ব্যবহার করা হয়েছে, দাবি মুখ্য সচিবের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.): বিজেপির নবান্ন অভিযানের মিছিলে যে জলকামান ছোড়া হয়েছে তার রঙ নিতান্তই হোলির রং। বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করেছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিজেপির নবান্ন অভিযান ঘিরে হাওড়া কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জলকামান ছোড়ে পুলিশ। তবে অভিনব কায়দায় দেখা যায় জলকামানের মধ্যে রয়েছে বেগুনি রং।

এই জলকামান ছোড়ার পরই বিজেপি তরফে সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সভাপতি তেজস্বী সূর্য অভিযোগ করে জানান, জলের মধ্যে কেমিক্যাল রং মিশিয়ে ব্যবহার করেছে রাজ্য সরকার। ওই রঙের মিশ্রণ বিজেপি কর্মীদের শরীরে লেগে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি তাদের চামড়া পুড়ে গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির তরফে।

এই অভিযোগ আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানী ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি জানিয়ে দেন, 'ওটা হোলির রং। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই রংয়ের ব্যবহার হয়। পরবর্তীকালে কাউকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন পড়লে এই রংয়ের সাহায্যে তা সহজেই করা যায়। আইনের মধ্যে থেকেই এর ব্যবহার করা হয়েছে।' জলকামান এর মধ্যে যে কোনও কেমিকেলের ব্যবহার করা হয়নি তা এদিন স্পষ্ট করে দেন মুখ্য সচিব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি নেতার দেহরক্ষীর অস্ত্র আটক করেছে পুলিশ, অভিযোগ উড়িয়ে দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব মোর্চার নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়া চত্বর। এর মাঝেই হাওড়া ময়দানে পুলিশের অভিযোগ একজন বিজেপি কর্মীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু পুলিশের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির ভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে পাল্টা অভিযোগ রাজ্য বিজেপি সভাপতি জানান, "বিজেপি নেতার দেহরক্ষীর অস্ত্র আটক করেছে পুলিশ" ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, "বিজেপি নেতার দেহরক্ষীর অস্ত্র আটক করেছে পুলিশ। যে অস্ত্র পুলিশ আটক করেছে তার লাইসেন্স আছে। পুলিশ আমাদের কর্মীদের মেরে ফেলার জন্য বারবার আক্রমণ করেছে। পুলিশ নির্মম ভাবে বিজেপি কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। একাধিক কর্মী আমাদের আহত হয়েছেন। কর্মীদের প্রাণে মারার জন্য হামলা চালিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এদিন বিজেপি যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার রাজপথ। বিজেপি কর্মীরা নবান্নে পৌঁছানোর আগেই ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় রাস্তা পুলিশের তরফে। ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি কর্মী সমর্থক রা এগোলে জলকামান ও লাঠিচার্জ করে পুলিশ। তারই মাঝে পুলিশের অভিযোগ বিজেপির নবান্ন অভিযানে একজন বিজেপি কর্মীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় হাওড়া ময়দানে। আসানসোলের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার তথাগত পান্ডে রাস্তা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেন। পুলিশের তরফে অভিযোগ করে জানানো হয়, "পুলিশের উপর হামলা চালাতেই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মিছিলে এসেছে"। যদিও পুলিশের সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে "বিজেপি নেতার দেহরক্ষীর অস্ত্র আটক করেছে পুলিশ " পাল্টা অভিযোগ দিলীপের।

নবান্ন থেকে পালিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): একাধিক দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় বিজেপির যুব মোর্চা। বিজেপির নবান্ন অভিযান ঘিরে সকাল থেকেই রণক্ষেত্র মহানগরী। তবে এরই মাঝে গতকালই বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার নবান্ন বন্ধ রাখার ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। কিন্তু এদিন বিজেপির নবান্ন অভিযান করলে নবান্নে পৌঁছনোর আগেই বিজেপির মিছিল আটক দেয় পুলিশ। আর তারপরেই রাজ্য বিজেপি সদর দফতর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "নবান্ন থেকে পালিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী" কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, "ময়দান যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে যুদ্ধের আর কি বাকি থাকে! সবদিক থেকে রাজ্য সরকার হেরে গিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। নবান্ন থেকে পালিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী।শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে নির্মমভাবে আটকানোর চেষ্টা চলেছে। রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার চলছে অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি।

৭৮,৫২৪

আটের পাতার পর

থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২,৪৪,৯৭৬। নিহত ৩৮০৭৯। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কর্ণাটক। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১,১৬,১৭২ ।নিহত ৯৫৭৪ ।কেরলে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯২২৪৬। নিহত ৯০৬। অন্ধ্রপ্রদেশের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯৫১৩। নিহত ৬০৮৬। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ৭ অক্টোবর, বুধবার পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৮, ৩৪, ৬৫, ৯৭৫ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ।এর মধ্যে শুধুমাত্র বুধবার এই পরীক্ষা করা হয়েছে ১১, ৯৪, ৩২১ নমুনা।

মোবাইল চোর

আটের পাতার পর

শাজু মিয়াঁ, সাইদুল ইসলাম এবং মফিদুল ইসলাম। তাদের পথ অবরোধ করে তালাশি চালিয়ে নয়টি (৯) মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। এর পর ধৃত তিন মোবাইল চোরকে জেরা করে এই কারবারে জড়িত সফিকুল ইসলামকে হাজিরহাটের জামালবাজার থেকে পাকড়াও করা হয়। সফিকুলের কাছ থেকে আরও তিনটি চুরির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশ অফিসার জানান, সফিকুল ইসলাম নামের চোর বহুদিন ধরে গুয়াহাটি থেকে চুরির মোবাইল এনে ধৃত এই তিন চোরের মাধ্যমে মেঘালয় এবং অন্যান্য স্থানে বিক্রি করছিল। আজ চার মোবাইল চোরকে হাটশিঙিমারি মহকুমা বিচারবিভাগীয় আদালতে হাজির করে তদন্তের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

দিলীপ ঘোষ

পাচের পাতার পর

সেল ফাটায় পুলিশ। পাশাপাশি জলকামানে রাসায়নিক ও রঙ মিশ্রিত জল ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। আর সেই জল এসে পরে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। আর তারপরেই শুরু হয় রক্তবমি। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বাইপাসের ধারের অ্যাপোলো হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসারত রয়েছেন তিনি। এরপর এই সাংবাদিক সম্মেলন করে দিলীপ ঘোষ জানান রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত তিনি।

আক্রান্ত ৩৫২৬জন

তিনের পাতার পর

মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৪৯হাজার ৭৩৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৪৩৯জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে ৭৬৫ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২হাজার ১৩১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৪৪জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৪হাজার ৪৫জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১১জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৮২৮জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬২৫৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১৭জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৭১জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৪৪১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৫লাখ ৬৫হাজার ৬০২টি। এখন রাজ্যে ৮৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

রিলায়েন্স, ইনফোসিস

দুইয়ের পাতার পর

এবং টাটা মোটরগুলির ইউনিট রয়েছে। এই দুটি বড় সংস্থার ইউনিট আসার পরে, চকান নিজেই একটি বিশেষ উৎপাদন কেন্দ্রের রূপ নিয়েছে। হাজার হাজার পেশাদার এবং শ্রমিক এখানে কাজ করছেন। এখন মাহিন্দ্রা গ্রুপও দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চকনে একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভক্সওয়াগেনও এখানে এসে পৌঁছেছে। এগুলি ছাড়াও দেশের অনেক শহরও উৎপাদন বা পরিষেবা খাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

অন্যদিকে, বিহার একটি শহর কেন উৎপাদন বা পরিষেবা খাতের কেন্দ্র হতে পারেনি। অথচ স্বাধীনতার আগে টাটা নগর এবং ডালমিয়া নগর জাতীয় বেসরকারী শিল্প শহর স্থাপন করা হয়েছিল এই রাজ্যে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এই বিষয়গুলিতে আলোচনা হওয়া উচিত এবং জনগণ উচিত কেবল তাদের ভোট দেওয়া যারা বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ নিয়ে আসবে। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ এবং বরিষ্ঠ সম্পাদক)

২০২১ সালে বিজেপি নবান্নে পৌঁছে যাবে : দাবি লকেটের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি স): বিজেপির যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান ঘিরে রাজপথ উত্তাল। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জায়গা থেকে নবান্নের উদ্দেশ্যে মিছিল করে বিজেপির যুব মোর্চা। কিন্তু নবান্নে পৌঁছানোর আগেই সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। আর তারপরেই মিছিল থেকে "২০২১ সালে বিজেপি নবান্নে পৌঁছে যাবে" সুর চড়ালেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, " ২০২১ সালে বিজেপি নবান্নে পৌঁছে যাবে। পুলিশের হামলায় জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন"।

নবান্ন অভিযানের কথা আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিতে ছিল না কোনও খামতি। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল নবান্নে থেকে যেতেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ।ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি কর্মীরা এগোতে গেলে লাঠিচার্জ ও জলকামান দিয়ে বিজেপি কর্মীদের আটকানোর চেষ্টা চালায় পুলিশ। বিজেপি কর্মী পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। এদিন আঁটসাঁট নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল নবান্নকে। হাওড়া ময়দান, হাওড়া ব্রিজ, হেস্টিংস সর্বত্র ব্যারিকেড করে দিয়েছিল পুলিশ। হেস্টিংসেও মিছিল ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন মিছিলকারীরা। তাতে বাধা দেয় পুলিশ। লাঠিচার্জ করে পুলিশ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন সিং, লকেট চট্টোপাধ্যায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়-সহ আরও অনেকে।

শিলিগুড়িতে পুলিশ ভ্যানের তালা ভেঙে পলাতক চুরিতে অভিযুক্ত চার যুবক

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ির সেবক রোডের কাছে পুলিশ ভ্যানের তালা ভেঙে পালিয়ে গেল চুরিতে অভিযুক্ত চার যুবক।চারজনের নাম সুলতান, মকসেদুল, প্রাণেশ অধিকারী ও রাকেশ মিস্ত্রী।মকসেদুল ও সুলতান নেতাজি নগরের বাসিন্দা এবং প্রাণেশ অধিকারী ও রাকেশ মিস্ত্রী খোলাচাদ ফাপড়ির বাসিন্দা বলে ভক্তিনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই চারজনের মধ্যে দুজন রিমান্ডে ছিল এবং বাকি দুজনকে চুরির জন্য ধরা হয়েছিল। চারজনকেই বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।সেইসময় সেবক রোডের কাছে প্রিজন ভ্যানের তালা ভেঙে চারজন পালিয়ে যায়।ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন।এই চার অভিযুক্তের খোঁজে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কর্মীরা।

নবান্ন অভিযান নিয়ে জে পি নাড্ডার প্রতিক্রিয়া, রিটুইট বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলার মানুষ তাঁর অত্যাচারী সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।

টুইটে নাড্ডা লিখেছেন, "শান্তিপূর্ণ মিছিলকারীদের ওপর অত্যাচার, দেশি বোমা নিক্ষেপ, প্রতিবাদ-সমাবেশে জলকামান এ সবে মমতা ব্যানার্জীর হতাশাই প্রতিফলিত হয়। কারণ, তিনি জানেন, তাঁর ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ কমে আসছে। বাংলার মানুষ তাঁর অত্যাচারী সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"নাড্ডা-র এই বার্তা রিটুইট করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

কমেছে। তবে অন্য রোগে আক্রান্ত কোভিড-১৯ পজিটিভদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন, এখন সমস্ত করোনা আক্রান্তদের টেলিফোনে স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। অন্য রোগে আক্রান্তদের দুবার করে স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। মূলত, হোম আইসোলেশনে রয়েছেন যাঁরা তাঁদের জন্যই এই ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন। তাঁর দাবি, পশ্চিম জেলায় ছয়টি আরবান প্রাইমারি হেল সেন্টার রয়েছে। সেখান থেকে মোবাইল টিম করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে অন্য রোগে আক্রান্তদের পালস অক্সিমিটার দেওয়া হচ্ছে। তা দিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ মেপে দেখা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, ওই টিমে একজন চিকিৎসক, একজন ফার্মাসিস্ট এবং একজন এমপিডব্লিউ রয়েছেন। তিনি জানান, স্বাস্থ্য কর্মী যাঁরা ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এখন সুস্থ আছেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় এই কাজে এগিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, করোনায় আক্রান্তদের মেডিসিন কিট দেওয়ার সাথে অতিরিক্ত ওষুধের প্রয়োজন হলে, তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানিয়েছি। তিনি তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ত্রিপুরা সরকার বিধানসভায় কোনও আলোচনা না করে একদিনেই দশটি বিল পাস করেছে এবং তাতে বিরোধীদের কণ্ঠকে দমন করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, অভাবগ্রস্তদের দেওয়া মনরেগা ও টিইউইপি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটের শামিল হতে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সমর্থকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

কাজের

● প্রথম পাতার পর

ফলে এক এলাকার সমীক্ষা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সে কারণেই শ্রমিকরা সংঘবদ্ধভাবে বৃহস্পতিবার ১৩ নং ওয়ার্ড অফিসে গিয়ে ওয়ার্ড অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ।অবিলম্বে ওই এলাকার শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজের ব্যবস্থা করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে তারা ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেন।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মে মাসে যেখানে করোনা সুস্থ হচ্ছিল ৫০ হাজার মানুষ সেটা বর্তমানে অর্থাৎ অক্টোবরে বেড়ে ৫৭ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে ।প্রত্যেকদিন গোটা দেশজুড়ে ৭৫ হাজার মানুষ করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠছে ।সক্রিয় আক্রান্তের তুলনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬.৩ শতাংশ বেশি।

উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের জরুরি অবতরণ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের

সাহারানপুর, ৮ অক্টোবর (হি. স.): গোটা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে বায়ুসেনার ৮৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। কিন্তু এরই মধ্যে ছন্দপতন ।উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জরুরি অবতরণ করেছে ভারতীয় বায়ুসেনার এ এল এইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার। বৃহস্পতিবার সকালে খোলা ক্ষেতের মধ্যে হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ করেছে। অবতরণের বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আসে দমকলও। জানা গিয়েছে হেলিকপ্টারের মধ্যে থাকা পাইলট এবং তার সহকর্মী সুস্থই রয়েছে। কি কারণে এই অবতরণ তা এখনো জানা যায়নি ।গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে বায়ুসেনার আধিকারিকরাও।

কামথানায় গৃহবধূকে নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ অক্টোবর।। পনের জন্য গৃহবধূর উপর আক্রমণ স্বামী শাশুড়ী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা। ঘটনা মধুপুর থানাধীন কামথানা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত এগারো মাস পূর্বে কমলাসাগর এর মতিনগর এলাকার আবুল হোসেন মিয়ার মেয়ের সাথে সামাজিক ভাবে বিয়ে হয় কামথানা এলাকার মফিজ মিয়ার ছেলে জুয়েল মিয়ার। বিয়ের পর থেকেই তাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসে। বারবার সেই গৃহবধূকে তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে। কিন্তু অসহায় বাবা কয়েক দফায় টাকা দিলেও মেয়ের জীবনে শান্তি ফিরে আসেনি। তা নিয়ে কয়েক দফায় সালিশি সভাও হয়েছিল অবশেষে সাত দিন পূর্বে সেই গৃহবধূ একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়। তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় তুমুল সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত জীবিতে নিয়ে গেলে গৃহবধূর মা-বাবা সেখানে গেলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের মারধর করে এবং সেই গৃহবধূকে সেখানে ফেলে চলে যায়। বর্তমানে সেই গৃহবধূ তার বাবার বাড়িতে রয়েছে। পরে থানায় মামলা দায়ের করে গৃহবধূর বাড়ির পক্ষ থেকে শাশুড়ি মনোয়ারা বেগম, স্বামী জুয়েল মিয়া এবং ভাসুর সোহেল মিয়ার বিরুদ্ধে। তা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা চর্ম শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে একগুচ্ছ দাবি সনদ দিয়ে বৃহস্পতিবার তপশিলি জাতির কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে ।ত্রিপুরা চর্ম শিল্পী সমিতির নেতা বিপদ বন্ধু যীশু দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর এর অফিসে গিয়ে অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন ।রাজ্যের চর্ম শিল্পীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা অধিকর্তার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন ।আলোচনাকালে সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন দপ্তর চর্ম শিল্পীদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা ছিল সেসব পদক্ষেপ যথাযথভাবে গ্রহণ করছে না ।বিশেষভাবে করণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে চর্ম শিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে চরম সঙ্কটের মুখোমুখি ।চর্ম শিল্পীদের এই সংকটময় মুহূর্তে কোন ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে না বলেও তারা অভিযোগ করেন। চর্ম শিল্পীদের বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য তারা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। অধিকর্তা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের পরিবারে তীব্র আর্থিক সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ অক্টোবর।। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটলে দশ লক্ষ টাকা সরকারী ঘোষনায় ক্ষোব্দ মৃত সুখরঞ্জন চাকমার পরিবার। গত ২৯শে আগষ্ট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গন্ডাছড়া লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা তথা ১০৩২৩ এর শিক্ষক সুখরঞ্জন চাকমার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু কালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ৮ বছর বয়সের এক ছেলে, স্ত্রী ,মা, বাবা, বোন সহ ১২০ বছর বয়সের ঠাকুর মা রেখে গেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে গোটা পরিবার সহ লক্ষ্মীপুরবাসীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। সুখরঞ্জন ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। সম্প্রতি চাকুরি হাড়িয়ে তার পরিবারে অভাব অনটন দেখা দেয়। তার উপর ওনার আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা পরিবারের উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সুখরঞ্জনের বাবা ফুলেশ্বর চাকমা জানান মুখ্যমণী বিপ্লব দেব ঘোষনা করেছিলেন যেকেউ করোনায় মৃত্যু হলে তার পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক ভাবে সাহায্য করা হবে। কিন্তু ওনার পরিবার দশ লক্ষ টাকা তো দুরের কথা দশ পয়সারও সাহায্য পায় নি। এই নিয়ে সরকারের ভূমিকায় পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ তাদেরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে ।এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার জানান সরকার এবং বিমল দাস নামে বিখ্যাত বাইক চোর রাজনগর এলাকায় গতকাল রাতে অবস্থান করছে বলে খবর পায় পশ্চিম থানার পুলিশ ।সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ রাজনগর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তাদেরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিম থানার ওসি আরো জানান তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম থানা সহ অন্যান্য থানাগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। এই চক্রের আরো বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন পশ্চিম থানার পুলিশ।

ধৃত দুই কুখ্যাত চোরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ।তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরও বেশ কয়েকজনের নাম এবং অর্ডার তথ্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার ।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে ।শারদ উৎসবের প্রাক্কালে চুরির ঘটনা আরো বাড়তে পারে আশঙ্কা করে পশ্চিম থানা সহ রাজধানী শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের টহল ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সংবাদে প্রকাশ গকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকার টিএসআর জওয়ান সানন্দ দেবনাথ এর বাড়িতে গভীর রাতে চুরি করতে এসে এলাকার কিছু পাহারারত যুবকের হাতে ধরা পড়ে এক কুখ্যাত চোর। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই বিশালগড় মহুকুমার বিভিন্ন এলাকায় চোরের উপদ্রব বেড়ে চলছে তাই কিছু কিছু এলাকায় যুবকরা মিলে রাত্রিবেলা পাহারা দেওয়া শুরু করে। এবং গতকাল গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন সুকান্ত কলোনি এলাকায় জনৈক টিএসআর জাওয়ান এর বাড়িতে চুরি করতে এসে ঘরের জানালা ভাঙ্গার চেষ্টা করলে ঘরের মালিক বলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে এলাকায় পাহারারত যুবকরা ব্যারিকেড তৈরি করে কুখ্যাত চোরকে আটক করে এবং উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিশালগড় থানায় তুলে দেয়। জানা যায় সেই কুখ্যাত চোরের নাম কিশোর সরকার। বাড়ি ক্যাম্পের বাজার এলাকায়।বয়স আনুমানিক ৩০। আরো জানা যায় কিশোর সরকার গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন বিশ্বজিৎ সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই চুরি কাণ্ডে বাড়ির মালিক বিশ্বজিৎ সরকার জড়িত থাকতে পারে। এখন দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে অন্য কোন নাম বেরিয়ে আসে কিনা। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গকুল নগর এলাকার জনসাধারণ।

ছয়

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝতে পেরে চারজনকে জিবি হাসপাতালে রেফার করেছেন। আর অপর দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে এসডিপিও মানস রায় দেববর্মা দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ওই ঘটনায় টানা এক ঘণ্টা জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশের সহযোগিতায় জাতীয় সড়কে আটকে পড়া দু-দিকের যানবাহনের চলাচল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে এই দুর্ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ক্রীড়াঙ্গন

দেশের হয়ে খেলতে গিয়ে ঝুঁকিতে রোনালদো, এমবাপ্পেরা

ইউরোপীয় ফুটবল লিগগুলোতে আপাতত বিরতি চলছে। সময় এখন আন্তর্জাতিক ম্যাচের। আজ রাতেই প্রীতি ম্যাচে (বাংলাদেশ সময়) ইউরোপের বেশ কয়েকটি দল একে অন্যের মুখোমুখি হচ্ছে। পর্তুগাল খেলবে স্পেনের বিপক্ষে, জার্মানি তুরস্কের আর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স নামবে ইউক্রেনের বিপক্ষে। সামনে আছে ইউরোপীয় নেশনস লিগের খেলা। কিন্তু মাঠে নামার আগেই করোনার আক্রমণে বিপাকে দলগুলো। ইউক্রেনের আট ফুটবলার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফ্রান্স ও পর্তুগাল স্কোয়াডেও হানা দিয়েছেন করোনা। ব্যাপার এমন দাঁড়িয়েছে যে আজ ফ্রান্স-ইউক্রেন ম্যাচ বাতিলও করা হতে পারে। ফলে দেশের হয়ে খেলতে গিয়ে করোনার ঝুঁকিতে পড়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, কিলিয়ান এমবাপ্পেরা।

ইউক্রেনের কোচ আন্দ্রে শেভচেঙ্কো বেশ বিপদেই পড়ে গেছেন। স্কোয়াডের তিন গোলরক্ষকই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। শাখতার দোনেৎস্কের আন্দ্রি পিয়াতোভের আগেই করোনা ধরা পড়ে। মঙ্গলবার জানা গেছে রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন ও এফসি ওলেকসান্দ্রিয়ার অভিজ্ঞ ইউরি পানকিভও করোনা পজিটিভ। দলে ফিট গোলরক্ষক বলতে আছেন কেবল ডায়নামো কিয়েভের ২৬ বছর বয়সী গোলরক্ষক গিওর্গি বুশান। একজন গোলরক্ষক নিয়ে শেভচেঙ্কো একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে দল নামাবেন কিনা, সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই তিন গোলরক্ষক ছাড়াও ইউক্রেনের আরও পাঁচ খেলোয়াড়ের করোনা পজিটিভ। তাঁরা সবাই শাখতার দোনেৎস্কের খেলোয়াড়।

দলের এই অবস্থায় ইউক্রেন ফুটবল ফেডারেশনের একজন মুখপাত্র ম্যাচ নিয়ে নিজের সংশয় প্রকাশ করেছেন, 'আমরা জানি না কীভাবে আমরা মাঠে নামব। পরিস্থিতি খুবই জটিল। এখন দেখি উয়েফা কি সিদ্ধান্ত নেয়।'

ফ্রান্স দল করোনা পজিটিভ হয়েছেন অলিম্পিক লিওঁর ফুটবলার লিওঁ দুবোয়া। আপাতত ২৬ বছর বয়সী এই রাইটব্যাককে সঙ্গনিরোধে থাকতে হচ্ছে। তিনি আজ ইউক্রেনের বিপক্ষে ম্যাচটি তো খেলতে পারছেন-ই না, মিস করবেন রোববার নেশনস লিগ পর্তুগালের বিপক্ষে লড়াই। ১৪ অক্টোবর নেশন লিগেই ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটিও মিস হতে যাচ্ছে তাঁর। দেশের হয়ে এখনো পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন দুবোয়া। পর্তুগালে করোনার শিকার ডিফেন্ডার হোসে ফন্তে। পর্তুগিজ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ফন্তে আজ স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না। তিনি এ মুহূর্তে কোয়ারেন্টিনে আছেন। গতকাল লিভারপুল ফুটবলার জেরদান শাকিরির করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। তিনি লিভারপুলের তৃতীয় ফুটবলার যিনি এ মুহূর্তে করোনা আক্রান্ত। সাদিও মানে আর থিয়াগো আলকানতারাও করোনা পজিটিভ হয়েছেন। সুইস জাতীয় দলের স্কোয়াডে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা শাকিরির কাছাকাছি এসেছিলেন, তাদের কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। বুধবার ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সুইজারল্যান্ডের।

পেশাদারি চিন্তায় কী হয় দেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডসদের ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা কার না মনে আছে! বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের দৃষ্টিতে ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের উচ্চতায় কেউই যেতে পারবে না। আরেকটু আধুনিক যুগে এলেই এই শতাব্দীর প্রথম দশকের অস্ট্রেলিয়ার কথা মাথায় আসে। রিকি পন্টিংরা টানা তিনটি বিশ্বকাপ জিতেছিল সেই সময়টায়।এখনকার অস্ট্রেলিয়া নারী দল পন্টিংদের বিশ্বজয়ী দলকেও ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ানডেতে টানা জয়ের রেকর্ড ২০০৩ সালের পন্টিং-গিলক্রিস্টদের অস্ট্রেলিয়াকে ছুঁয়ে ফেলেছে মেগ লেনিংয়ের দল। টানা ২১ ওয়ানডে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া নারী দলকে হারাতে পারেনি কেউই। এই দলটাকে চোখ বন্ধ করে নারী ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা দল বলা যায়। অথচ চার বছর আগেও অস্ট্রেলিয়া নারী দলটা এমন অপরাজেয় ছিল না। পেশাদারি দিয়ে এত অল্প সময়ে এত দূর এসেছে অস্ট্রেলীয় নারীরা।আশির দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলটাও ছিল যথেষ্ট পেশাদারি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কারণে ক্যারিবীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে পেশাদারি মনোভাব জাগেনি। ইংল্যান্ডের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট এবং ক্যারি পেকারের ওয়ার্ল সিরিজ ক্রিকেট খেলে রিচার্ডস, হোল্ডিংরা হয়েছেন পেশাদারি ক্রিকেটার। সে সঙ্গে ক্যারিবীয়রা তাঁদের সময় ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষতা সম্পন্ন ক্রিকেটার।পন্টিংরাও ঠিক তা-ই। শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রা ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টদের মতো অবিশ্বাস্য দক্ষতার ক্রিকেটার ছিল পন্টিংয়ের দলে। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা সেই অস্ট্রেলীয় পেশাদারি ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়েছেন সেরাদের সেরা। ম্যাথু হেইডেনের কথাই ধরুন। ১৯৯২ সালে টেস্ট অভিষেক হয়ে ছিল হেইডেনের। এরপর দুইবার টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন। অস্ট্রেলিয়া দলে নিয়মিত হতে তাঁর লেগেছে ৮ বছর। ২০০০ সালে এসে তিনি থিতু হন।এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আজ হেইডেনকে ধরা হয় ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ওপেনারের একজন হিসেবে। এক সাক্ষাৎকারে হেইডেন যেমন বলেছিলেন, 'আমি প্রথম যখন ডাক পেয়েছিলাম তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। পরে বুঝতে পেরেছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কী জিনিস। পরে যখন সুযোগ পেয়েছি তখন মনে হয় ঠিক সময়েই সুযোগ পেয়েছি।'ওয়ানডেতে ২০১৭ সালের শুরু থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পাঁচ দলের চার দলের ব্যাটারদের গড় ৩০-এর আশ পাশে, অস্ট্রেলিয়ার ৪০ এর ওপর। ব্যাটিং স্ট্রাইকরেটেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে সাড়ে ৬ ব্যবধানে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়ানরা।অস্ট্রেলিয়ায় শুধু ক্রিকেট নয়, সব খেলাতেই চলে এমন প্রক্রিয়া মেনে। প্রতিভা সব জায়গাতেই থাকে। কিন্তু প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের উন্নতি ধরে রাখাটাই পার্থক্য গড়ে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেট একই প্রক্রিয়া মেনে হয়েছে সফল। ইংল্যান্ডও যখন সত্যিকারের পেশাদার দলে পরিণত হয়েছিল, তখনো তাদের বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হতো। কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রক্রিয়া ছিল সীমিত। অস্ট্রেলিয়া প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করেছে এবং সেটা ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন অস্ট্রেলিয়া নারী দলে যা দেখা যাচ্ছে, সেটা তখনই হয় যখন কোনো দল পেশাদারিকে নিজেদের সংস্কৃতির অংশ মনে করা শুরু করে। আর বাকিরা এখন অস্ট্রেলিয়ার ধারেকাছেও নেই। ব্যাটিং গড় ও স্ট্রাইক রেট মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাকি দলের পার্থক্যটা দিবারাত্রির। অস্ট্রেলিয়া এক পাশে, আরেক পাশে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ভারতরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে। ওয়ানডেতে ২০১৭ সালের শুরু থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পাঁচ দলের চার দলের ব্যাটারদের গড় ৩০-এর আশ পাশে। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের গড় ৪০ এর ওপর। ব্যাটিং স্ট্রাইকরেটেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে সাড়ে ৬ ব্যবধানে এগিয়ে আছে। ওয়ানডেতে যার মানে অন্তত ২০ রান এগিয়ে থাকা। বোলিং ইকোনমি ও গড়েও একই চিত্র। অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের সঙ্গে অন্যদের তুলনা টানা বেশ কঠিন। আর ব্যাটিং ও বোলিংয়ের মিলিত ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়া ২০ রান এগিয়ে থাকে। শীর্ষ পাঁচের অন্য দলগুলোর যেখানে সম্বল থাকে ৩/৪ এর মতো। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্ষেত্রে তো সে ব্যবধান ঋণাত্মক ঘরে। তবে মেয়েদের ওয়ানডে বোলিং বাংলাদেশ বেশ ভালো অবস্থানে আছে। মাঝারি মানের দল বোলিং দল বলা যায় বাংলাদেশকে। বোলিং গড় ও ইকোনমিতে বাংলাদেশ শীর্ষ দশের পাঁচে আছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সংশোধনী

এত দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে গত ৪ ঠা অক্টোবর, ২০২০ ইং, তারিখে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর কর্তৃক গণবন্টন ব্যবস্থায় অক্টোবর ,২০২০ মাসের বরাদ্দকৃত বিভিন্ন রেশন সামগ্রীর পরিমান ও দাম প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত উক্ত বিজ্ঞপ্তি নিম্নোক্ত ভাবে সংশোধন করা হলো।

১. ক্রমিক নম্বর "১০, এ অক্টোবর ,২০২০ মাসে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে "কেরোসিন " সরবরাহের পরিমান। -প্রকাশিত সংবাদের স্থলে নিনে বর্ণিত উপায়ে হবে,

"রাজ্যের সকল ভোক্তারা মাথাপিছু ৬০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন। একমাত্র আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় এ.পি.এল, ডিজারভিং এ.পি.এল, ডিজারভিং এ.পি.এল-১ কার্ড ধারী ভোক্তাগন ." মাথাপিছু ৫০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন। আগরতলা পুর পরিষদ এলাকার অক্ত্যোদয় এবং প্রায়োরিটি গ্রুপ ভুক্ত কার্ডধারীরাও মাথাপিছু ৬০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন "

২. ক্রমিক নম্বর ১১ এ অক্টোবর ,২০২০ মাসে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে "ময়দা" সরবরাহের পরিমান "কার্ড প্রতি ২ (এক) কেজি" এলে "কার্ড প্রতি ২ দুই কেজি" হবে।

৩. বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত অন্যান্য রেশন সামনর পরিমান ও দাম অপরিবর্তিত থাকবে।

(তপন কুমার দাস)
ICA/D-621/2020-21 অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরন ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

GOVERNMENT OF TRIPURA
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification for Admission in to General Degree Colleges

This is to notify that the second round of Application submission has started for Admission in to General Degree Colleges. The nun-admitted students can edit and submit their respective application forms from 7th October, 2020 to 10th October, 2020 11:59 PM. Fresh candidates can also register and submit their forms during this period.

Admitted candidates can enable the slide up option to ensure participation for their upper preferences in the second round of Admission process.

For queries : +918794433676 Toll Free No : 1800-123-5886 (Whatsapp and Call from 10:00 Am to 05:00 PM)

ICA/D-626/2020-21

Sd/- (Saju Vaheed A.)
Director Higher Education Department Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO. EE-IED/PWD/AGT/36/2020-21
dated 07/10/2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other St2'e PWD up to 3.00 P.M. on 27/10/2020.

SI No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED /AGT/71/ 2020-2021	Rs.847,009.00	Rs. 8,470.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 27/10/2020 and opening of bid at 3.30 PM on 27/10/2020, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-1794/2020-21

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

Document for Directorate ndustries & Commerce
eNIT NO: I ,No.1V-2(156)/PLG/D1/2020/SLUPil Dated: 07/10//2020

Electronic Bids are hereby invited by Director, Industries & Commerce on behalf of Governor of Tripura under two bid e-procurement systems through website http://tripuratenders.gov.infrom reputed and experienced Central/State Government agencies/Autonomous organizations/an institution/ company/ consulting firm having proven track record in experience in preparation of DPR in food processing sector etc. for"' preparation of State Level Upgradation Plan (SLUP) for Tripuraunder the Scheme of PM Formalisation of Micro Food Enterprises (PM FME) of the Ministry of Food Processing Industries, Government of India

Sl.	Name of Work	Estimated Cost	EMD &Bid Fee	Compl -etion Period	Document Download & Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Expression of Interest (EoI) for preparation of **State Level Upgradation Plan (SLUP) for Tripuraunder the** Scheme of PM Formalisation of Micro Food Enterprises (PM FME) of the Ministry of Food Processing Industries, Government of India	Rs. 25.00 Lakhs	EMD: Rs. 50,000/- Bid Fee: Rs. 1500/- (One Thousand Five Hundred only)	60 days	31st October, 2020 at 3:00 PM	2nd November, 2020 at 11:00 AM	**e-Procurement Portal, Government of Tripura at** https://tripuratenders.gov.in.

All the information of the above stated bid is available in https://tripuratenders.gov.in. Eligible bidders shall participate in tendering only in online mode, through website https://tripuratenders.gov.in.Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bid to attempt bidding, after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of Bids physically is not permitted.
Tender Fee and EMD are to be paid electronically using the Online Payment Facility provided In the Portal. Bids shall be opened online by respective designated Bid openers of the Department and the s me shall be accessible by intending Bidders through website https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C-1790/2020-21

Director of Industric & Commerce
Tripura

জাগরণ 9 October, 2020, Friday আগরতলা ৯ অক্টোবর, ২০২০ ইং, ■ ২২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আর মাত্র কয়েকদিন বাকি পূজার। তাই চলছে মূর্তি পাড়ায় ব্যস্ততা। ছবি-নিজস্ব।

বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.): ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।বৃহস্পতিবার ভারতীয় বায়ুসেনার ৮৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নিজের টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার আধিকারিক ও জওয়ানদের উষ্ণ অভিনন্দন।পেশাদারিত্ব উৎকর্ষতা এবং বীরত্বের জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার খ্যাতি রয়েছে। যুদ্ধ এবং শান্তির সময় তারা দেশকে গৌরাবান্বিত করে গিয়েছে। গর্বের সঙ্গে তারা আকাশকে স্পর্শ করে চলুক। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ১৯৩২ সালের ৮ অক্টোবর ব্রিটিশের অধীনে ভারতীয় বায়ুসেনার জন্ম হয়। সেই সময় এর নাম ছিল রয়েল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স।স্বাধীনতার পর ভারতীয় বায়ুসেনার নামের আগে থেকে রয়েল কথাটির অবলুপ্তি ঘটে। ১৯৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯ যুদ্ধে ভারতীয় বায়ুসেনার নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতীয় বায়ুসেনার ভূমিকা অপরিসীম। যদিও সময়ের সঙ্গে আধুনিকীকরণের অভাবে কিছুটা হলেও ভুগতে হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনাকে। অতি সম্প্রতি রাফাল যুদ্ধবিমান, চিনুক এবং অ্যাপাচি হেলিকপ্টার হাতে আসার পর আবার স্বমহিমা ফিরে পেয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৭৮,৫২৪

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.): দেশজুড়ে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য। একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কোনমতেই করোনার সংক্রমণকে রোধ করা যাচ্ছে না।বিগত ২৪ ঘন্টা নতুন করে গোটা দেশজুড়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৭৮৫২৪।ওই সময়ের মধ্যে দেশজুড়ে করোনায় নিহত হয়েছে ৯৭১ বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের সব মিলিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮, ৩৫, ৬৫৬। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে ৯, ০২, ৪২৫। সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫৮, ২৭, ৭০৫। দেশজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১, ০৫, ৫২৬।করোনায় সব

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-কাঁটা, নেই বিগবাজেটের পুজো, ছোট ছোট দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত গুয়াহাটির মৃৎশিল্পীরা

গুয়াহাটি, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ ও দীর্ঘ লকডাউনের পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জনজীবন। সামনে দুর্গা পূজা। হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি। প্রতিবছরের মতো এ বছর অবশ্য ঘটা করে পালিত হবে না দুর্গোৎসব। মা দুর্গা আসবেন যথানিয়মে। দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা এসে গেছে। শুরু হতে চলেছে বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা।

এদিকে করোনার আবহেই দুর্গাপূজা নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। করোনা সংক্রমণের ফলে এবার দুর্গাপূজার আনন্দ অনেকটাই ম্লান। খুবই সাদামাটাভাবে পালন করা হবে দুর্গাপূজা। সরকারি কড়া নীতি নিয়ম মেনে পূজামণ্ডপগুলোতে থাকবে না কোনও আলোকসজ্জা বা বিশেষ আয়োজন। বিলম্বে হলেও শুরু হয়েছে প্রতিমা গড়ার কাজ। মহানগরের কুমোরটুলিতে প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। মাটি, বাঁশ, খড়, সুতো দিয়ে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। এবারে কোনও বড় প্রতিমা তৈরি হবে না। এর বদলে ছোট ছোট প্রতিমা তৈরি হবে।

বিশ্বজুড়ে অতিমারি করোনার প্রভাব অসমের বিভিন্ন উৎসবে পড়েছে। বিহু, ঈদ ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব করোনার জন্য ম্লান। এর মধ্যে সমাগত শারদীয়া দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সাথে জড়িত বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেমন মৃৎশিল্পী, দুর্গাপূজা সমিতি, ব্যবসায়ীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মৃৎশিল্পীরা। দুর্গাপুজার সময় দেবীর মূর্তি গড়া তাঁদের উপার্জনের একমাত্র উৎস। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই সারা বছর পরিবার প্রতিপালন করেন এই সমস্ত মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু এবার করোনার জন্য বিগ বাজেটের দুর্গা প্রতিমার কোনও বায়না হয়নি। ফলে এবার মৃৎশিল্পীদের পরিবার প্রতিপালন করাই সমস্যা হয়ে পড়েছে।

করোনা সংক্রমণের জন্য বারোয়ারি পুজো পার্বণও বর্তমানে বন্ধ। ফলে আর্থিক অনটনে পড়েছেন রাজ্যের মৃৎশিল্পীরা। শারদোৎসবে যাঁদের হাতে তৈরি মণ্ড পসজ্জা চোখজুড়ায়, সেই সকল মৃৎশিল্পীরাও এবার করোনা সংক্রমণের জন্য রয়েছেন আর্থিক অনটনে। রাজ্যে প্রায় লক্ষাধিক মৃৎশিল্পী রয়েছেন। এর মধ্যে গুয়াহাটিতে রয়েছেন এক হাজারের বেশি মৃৎশিল্পী। এঁদের সবার অবস্থা বর্তমানে খুবই শোচনীয়। মৃৎশিল্পীদের একমাত্র সংগঠন ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি রুদ্রপাল সমিতির পদাধিকারীরা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় নিয়ে রাজ্যের অর্থ, শিক্ষা তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সম্প্রতি পত্রযোগে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বিগত ২৪ মার্চ থেকে করোনা সংক্রমণের জন্য দেশে লকডাউন চলার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী মৃৎশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের এখন অচল অবস্থা। এঁদের বেশিরভাগই মাটির মূর্তি, বাসন, খেলা ও ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করে পরিবার প্রাতিপালন করেন। কিন্তু বর্তমানে করোনা সংক্রমণের জন্য সমস্ত কাজকর্ম তাঁদের বন্ধ। ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। মহানগরের পাণ্ডু এলাকায় রয়েছে মৃৎশিল্পীদের কারখানা। কুমোরটুলি খ্যাত এই এলাকায় বারো মাসই ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে। রথের মেলার পর থেকে শুরু হয়ে যায় দুর্গা পূজার মূর্তি বানানোর প্রস্তুতি। বর্তমানে সমস্ত কারখানা নিস্তব্ধ। এবার সব ছোট মূর্তি তৈরি করার কাজ চলছে। কেননা, সরকারি নির্দেশ, এবার কোনও বড় মূর্তি তৈরি হবে না। ছোট মূর্তিতেই হবে পুজো। খুব অল্প সংখ্যক কারিগর খুব কম সরঞ্জাম দিয়ে বর্তমানে কুমোরটুলিতে মূর্তি তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের স্বর্ণসম্ভার শুরু আজ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অক্টোবর।। আগামীকাল থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিবছরের মত এবছরও শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স শারদীয়া স্বর্ণসম্ভার ২০২০ এর আয়োজন করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, স্বর্ণসম্ভার সংস্থার প্রতি বছরের গহনার প্রদর্শনী। এই বছর স্বর্ণসম্ভার ১৮তম বর্ষরে পদার্পণ করছে। এবছরও নানান আকর্ষনীয় উপহারের দাবি নিয়ে এসেছে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স। প্রতিটি কেনাকাটায় যেমন নিশ্চিত উপহার রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রতিদিনের লাকি ড্র এবং মেগা ড্র। মেগা ড্রতে রয়েছে ৫টি স্কুটি। তাছাড়াও সোনায় সোহাগা, পুরাতন স্বর্ণ দিয়ে নতুন গহনা পাওয়া সুযোগ। করোনার প্রকোপের কারণে সমস্ত সরকারি বিধি নিষেধ মেনে এবং সামাজিক দূরত্বকে বজায় রেখে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এই স্বর্ণসম্ভার সংস্থার আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর এবং উদয়পুর তাছাড়া কলকাতাতেও একই সময়ে ও সূচিতে চালু থাকবে।

উত্তর কলমচৌড়ায় জল সংকট মিটবে শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ অক্টোবর।। বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা দীর্ঘ ৩০ বছরের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হল উত্তর কলমচৌড়া গ্রামে। উত্তর কলমছড়া গ্রামের ১নং ওয়ার্ড, ২নং ওয়ার্ড এর জনগনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পানীয় জলের সমস্যার সমাধান। ৭৭০ ফুট গভীরে পাইপ বসিয়ে জলের লেয়ার খোঁজা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ড্রিলিং শুরু হয়। শেষ হবে ১১ অক্টোবর। ৩দিন যাবত চলছে মেশিনের টেস্ট রান। ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে এই প্রকল্পে। উত্তর কলমচৌড়া গ্রামের ২৫০ পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। এলাকার মানুষ আশায় বুক বেধে রেখেছেন খুব শীঘ্রই তাদের জলসংকট মিটে যাবে।

ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.): বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে আকাশ যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার ভারতীয় বায়ুসেনার ৮৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নিজের টুইট বার্তায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে আকাশ যোদ্ধা এবং তাদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং উৎকর্ষতার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার ৮৮ বছরের সফর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনা আরো বেশি দুর্দান্ত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। রাজনাথ সিং মনে করেন ভারতীয় বায়ুসেনার পুরুষ এবং মহিলা আকাশ যোদ্ধাদের জন্য দেশ গর্বিত। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে ভারতীয় বায়ুসেনা সক্ষম। এর জন্য গোটা দেশ গর্বিত। স্বদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতীয় বায়ুসেনা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র।

ভারতীয় বায়ুসেনার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, ভারতীয় বায়ুসেনা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন।দেশের আকাশ সীমান্তকে রক্ষা করা থেকে শুরু করে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা সবক্ষেত্রেই আমাদের আকাশ যোদ্ধারা দেশকে নিজেদের বীরত্ব ও নিষ্ঠা দিয়ে সেবা করে চলেছে। শক্তিশালী ভারতীয় বায়ুসেনা যাতে আকাশে গর্জন আরো বেশি করতে পারে সেদিকে কাজ করে চলেছে মোদী সরকার বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ।

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে সুখোই ৩০ এম কে আই, মিরাজ ২০০০, জাগুয়ার, মিগ ২৯ মত যুদ্ধবিমান।ভারতীয় সেনাবাহিনীর আউটপোস্টগুলিকে আকাশপথে সুরক্ষিত করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ঘাতক অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম আকাশপথে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে চিনুক হেলিকপ্টার। এছাড়াও বর্তমানে ভারতের হাতে আছে রাফাল যুদ্ধবিমান।সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান যেকে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে ১১ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশি করোনা পরীক্ষা হয়েছে : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরীক্ষা করে তা নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক উন্নতি করেছে ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে করোনা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা হয়েছে ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩২১। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে সব মিলিয়ে পরীক্ষা হয়েছে ৮, ৩৪, ৬৫, ৯৭৫। দেশজুড়ে প্রতি ১০ লক্ষে ৮৬৫ পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশের সাতটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আক্রান্তের হার পাঁচ শতাংশ কম।

অন্যদিকে ২২ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আক্রান্তের হার জাতীয় স্তরের হার থেকে কম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্ধারিত পরীক্ষা করানোর দিশা নির্দেশ প্রতি ১০ লাখে ১৪০। ভারত সেই সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে প্রতি ১০ লাখে পরীক্ষার করে চলেছে ৮৬৫। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশের সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৩, ০১১। বিগত তিন সপ্তাহ ধরে আক্রান্তের হার কমতে শুরু করেছে গোটা দেশে।আক্রান্তের হার কমে দাঁড়িয়েছে ৮.১৯ শতাংশে।

বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন কঙ্গনা রানাওয়াতের

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.): ভারতীয় বায়ুসেনার ৮৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গোটা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে বায়ুসেনা দিবস। এই উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। একই সঙ্গে তাঁর অভিনীত নতুন ছবির পোস্টারও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি। ভারতীয় বায়ুসেনার উপর নির্মিত কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত এই ছবিটির নাম তেজস। পোস্টারে কঙ্গনাকে যুদ্ধবিমানের পাইলটের পোশাকে দেখা যাচ্ছে। পোষ্টারটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পাইলটের চরিত্রে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অনেক ওজন কমিয়েছেন তিনি।নিজের টুইট বার্তায় কঙ্গনা রানাওয়াত ভারতীয় বায়ুসেনার মহানুভবতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে ঝাঁসির রানী জীবনীর উপর ছবি বানিয়েছেন কঙ্গনা। ওই ছবিটি নাম ভূমিকায় অভিনয় তিনি নিজেই করেছিলেন। বলিউডের ওপর হিন্দি চলচ্চিত্রের নির্ভরশীলতা কমিয়ে কঙ্গনা চেয়েছেন যে দেশের সব প্রান্তেই হিন্দি ছবির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠুক।

বিএসএনএলের অফিস খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কোচবিহারে

কোচবিহার, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : বিএসএনএল-এর অফিস খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারে। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেশ কয়েকমাস ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কার্যত বন্ধ থাকার পর এদিন পুলিশের হস্তক্ষেপে সেটি খোলা হয়।

প্রাক্তন সৈনিকদের বেশ কয়েকজন বিএসএনএল-এর দফতরে কর্মরত ছিলেন। বেশ কয়েক মাস আগে তাঁদের বিনা নোটিশে কাজ থেকেই ছাটাই করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর জেলা প্রাক্তন সৈনিক সংঘ দপ্তরের সামনে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর থেকে নিয়মিত সেই অবস্থান বিক্ষোভ চলছিল। অভিযোগ, দফতরের কর্মীরা সেখানে ঢুকতে পারতেন না। কোনও সময় সাগরদিঘির পাড়ে আবার কোনও সময় দফতরের বাইরে বসে কর্মীরা অফিসের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এদিন দফতরের কর্মীরা অফিসে ঢুকতে গেলে বাঁধা দেন প্রাক্তন সৈনিক সংঘের সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে কর্মীরা দফতরের কাজ শুরু করেন। বিএসএনএলের টিডিএম দীবাকর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাঁরা যখন অফিসে ঢুকতে যাচ্ছেন তখন প্রাক্তন সৈনিক সংঘের সদস্যরা তাঁদের বাঁধা দিয়েছেন। এদিকে, প্রাক্তন সৈনিক সংঘের জেলা সম্পাদক তপন চৌধুরী জানিয়েছেন, তাঁদের যাতে কাজে নেওয়া হয় সেজন্য কয়েক মাস থেকে একটানা অবস্থান বিক্ষোভ করে আসছেন। তবে দফতরে কাউকে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয়নি বলে তাঁদের দাবি।

করোনায় পূর্ণ সতর্কতা নিতে আর্জি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর (হি. স.) : আক্রান্তের ঊর্ধমুখী গ্রাফকে পাত্তা দিতে চাইছেন না উৎসব পাগল মানুষ? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, পুজোর মাতামাতির প্রভাব টের পাওয়া যাবে নভেম্বর থেকে।এই পরিস্থিতিতে করোনা-র পূর্ণ সতর্কতা নেওয়ার আবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

নভেম্বরই নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিসের মাস। ফি বছর শীত প্রবেশের এই সময়টায় অনেকেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। এবার করোনার সঙ্গে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হবে বলেই অনুমান শহরের ভাইরোলজিস্টদের। কিছুদিন আগেও কলকাতার হাসপাতালগুলিতে স্রেফ শহরের রোগীরাই ভরতি হচ্ছিলেন। এখন সেখানে ভিড় করছেন মফস্বলের রোগীরাও। জেলার হাসপাতালের বেডও যে আর খালি নেই।

রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার টুইটে লিখেছেন, "আসুন, আমরা একসঙ্গে করোনার সঙ্গে লড়াই করি। করোনাবিধির যথাযথ রূপায়ণ দরকার। পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা আমাদের সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে। সবসময় মনে রাখবেন মাস্ক পড়া উচিত, হাত ধোওয়া দরকার, দূরত্ববিধি মেনে চলুন, বয়স্ক ও দরিদ্রদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।"

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর (হি. স.): দেশজুড়ে করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে করোনাকে নির্মূল করতে জনআন্দোলনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

করোনার বিরুদ্ধে জন আন্দোলন ডাক দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এদিন জগত প্রকাশ জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে জন আন্দোলনের ডাক দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রধানমন্ত্রীর শুরু করা ইউনাইটেড টু ফাইট আন্দোলনকে সফল করার জন্য নির্দেশিকার যথাযোগ্য পালন করা উচিত। করোনা যুদ্ধে ভারতকে জয়ী করে তুলতে তার ভাগিদারী সকলকে নিতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মাস্ক পরা, দুই গজের দূরত্ব বজায় রাখা এবং বারবার হাত ধুতে হবে

দক্ষিণ শালমারার সুখচরে বমাল গ্রেফতার চার মোবাইল চোর

হাটশিঙিমারি (অসম), ৮ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা সদর হাটশিঙিমারির অন্তর্গত সুখচর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার মোবাইল চোরকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে ১২টি দামি মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া একটি পালসার মটর বাইকও ধৃতদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়ে সুখচর থানার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে মোবাইল চুরির হিড়িক পড়েছে। কয়েকটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মোবাইল চোরদের ধরতে অভিযান চালিয়েছে। অবশেষে গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যারাতে হাজিরহাটের জামালবাজারে চুরির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বিক্রি চক্রের চার চাঁইকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। তাদের হেফাজত থেকে ১২টি দামি অ্যান্ড্রয়েড হ্যান্ডসেট উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া একটি পালসার বাইক বাজেয়াপ্ত তাঁরা করেছেন বলে জানান তদন্তকারী অফিসার।

ধৃত চার মোবাইল চোরদের যথাক্রমে দক্ষিণ শালমারা থানার অন্তর্গত ময়নাবান্ধা গ্রামের সাজু মিয়াঁ, মানকাচর থানা এলাকার বড়বিলা গ্রামের সাইদুল ইসলাম, দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার রঘুপাড়া গ্রামের মফিদুল ইসলাম এবং সুখচর থানা অন্তর্গত বড়কাজির গ্রামের সফিকুল ইসলাম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশ অফিসার জানান, এএস ০১ ডিএ ০৪২৪ নম্বরের একটি পালসার বাইকে চড়ে সুখচরের দিকে আসছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

অরুণাচল প্রদেশে নতুন ২৬০ জন করোনায় সংক্রমিত, সংক্রমিত এক শিশুর মৃত্যু

ইটানগর, ৮ অক্টোবর (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে নতুন করে ২৬০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,২৬৭-এ। এদিকে চার বছরের এক শিশুর করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এর সাথে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১।

করোনায় আক্রান্ত নতুনদের মধ্যে দুজন নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন। অন্যদিকে, ইটানগরের নিকটবর্তী চিম্পুতে কোভিড-১৯ হাসপাতালে চার বছরের এক শিশু সেরিব্রাল প্যালসি রোগ, সাথে খিঁচুনি ব্যাধি এবং খাবার খেতে অসুবিধায় অ্যানিমিয়া তথা রক্তাল্পতা রোগ নিয়ে ভরতি হয়েছিল। ওই সমস্ত জটিল শারীরিক সমস্যার মধ্যে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যের ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এলাকায় নতুন করে ৮০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাছাড়া, পাপুমপারেতে ৬৫ জন, পূর্ব সিয়াঙে ২৪ জন, পশ্চিম সিয়াঙে ২১ জন, তিরাপে ১৪ জন, চাংলাঙে ১০ জন এবং লোয়ার দিবাং ভ্যালি ও দিবাং ভ্যালি জেলায় ৭ জন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, কুরুংকুমেয়ে ৬ জন, আপার সুবনশিরি এবং নামচাইয়ে ৫ জন করে, আপার সিয়াঙে ৪ জন, পশ্চিম কামেঙে ৩ জন, লোয়ার সুবনশিরি, লোয়ার সিয়াং এবং লেপা রাডায় দুই জন করে এবং তাওয়াং, লোহিত ও সিয়াং জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিকের কথায়, আইআর ব্যাটালিয়ানের দুই আধিকারিক এবং বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের ৭ জন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

নতুন করে অরুণাচল প্রদেশে করোনায় আক্রান্ত ৪৩৪ জন সুস্থ হয়েছেন। তাতে ৮,৩৯৬ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। ফলে, সুস্থতার হার দাঁড়িয়েছে ৭৪.৫১ শতাংশে। বর্তমানে রাজ্যে ২,৮৫০ জন সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন। এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৭০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।